পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

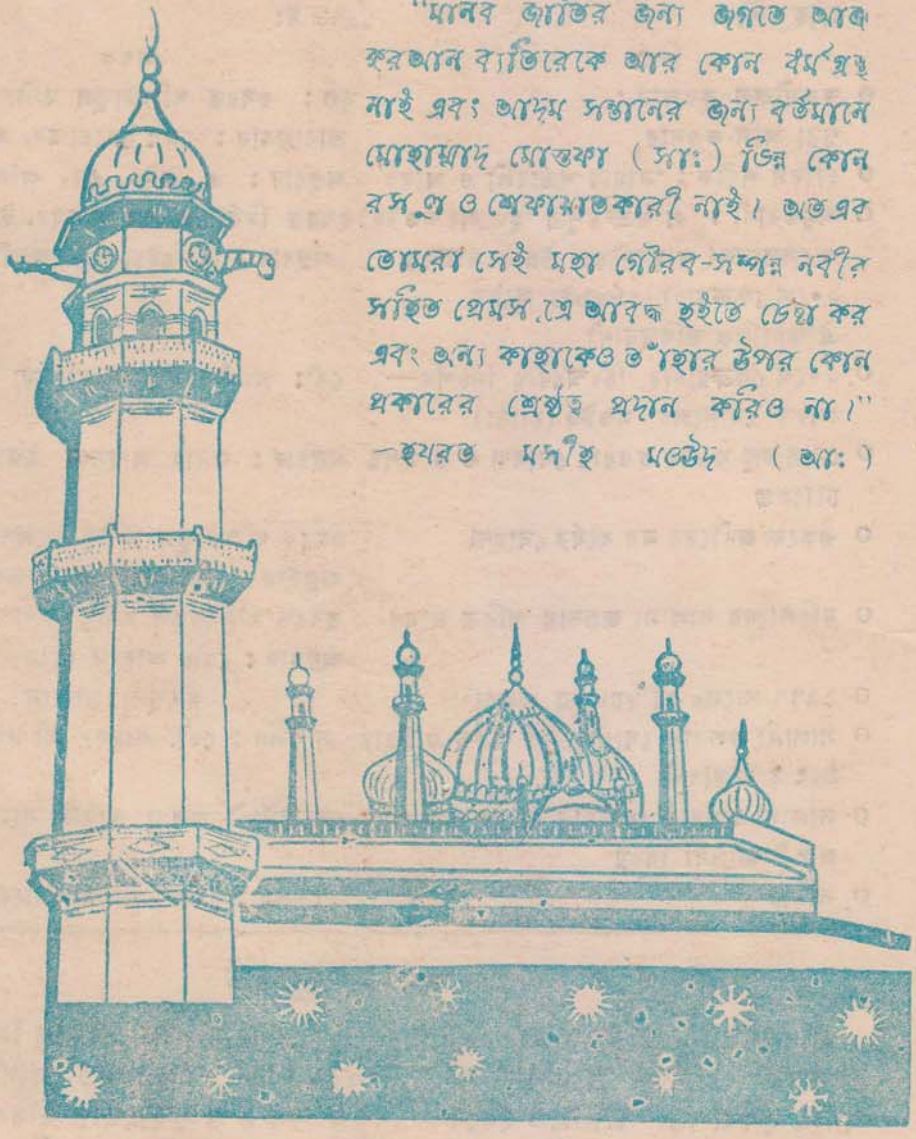

সম্পাদক : এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুণ, ১৩৮৪ বাংলা : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ৭ই রবিউল আউয়াল, ১৩৯৮ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক আহ্‌মদী | ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং | ৩১শ বর্ষ ১৯শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ তফসীরুল-কুরআন : সূরা আল-কওসার	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদ : মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
০ হাদিস শরীফ : 'নামায-শর্তাবলী ও আদব'	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৯
০ অমৃতবাণী : প্রতিশ্রুতপুত্র 'মুসলেহ মওউদ' ও সেলসেলা আহ্‌মদীয়ার উন্নতি সংক্রান্ত ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৬ইং সনের ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী	হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ, ইমাম মাহ্‌দী(আঃ) অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	১১
০ ২০শে ফেব্রুয়ারীর চিরস্মরণীয় নিদর্শন— হযরত মোসলেহ মওউদ (রাযিঃ)	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী	১৪
০ মোসলেহ্ মওউদ হওয়ার ঘোষণা ও কতিপয় চ্যালেঞ্জ	অনুবাদ : জনাব আহসান উল্লা সিকদার	১৫
০ ওকফে জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৬
০ মহিলাদের সালানা জলসায় পবিত্র ভাষণ	হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৭
০ ১৯৭৭ সালের কাদিয়ানের জলসা	মকসুদা রহমান	২১
০ সালানা জলসায় যোগদানের গুরুত্ব ও উহার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৯
০ সালানা জলসায় যোগদান প্রসঙ্গে কতিপয় জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়	সেক্রেটারী, জলসা কমিটি, বাঃ আঃ আঃ	৩১
০ সংবাদ	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	৩২

আবশ্যক

আমাদের বিভিন্ন মৎস্য চাষ প্রকল্পে নিয়োগের জন্য কিছু সংখ্যক সিকিউরিটি গার্ড প্রয়োজন। বেতন প্রারম্ভিক সর্বমোট ২৫০ টাকা। শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণী পর্য্যন্ত লেখাপড়া জানিতে হইবে। বিশ্বস্ত, কর্মঠ ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের আহমদী যুবকদের নিকট হইতে নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর বরাবরে আগামী ২৮শে ফেব্রুয়ারীর মধ্যে স্ব স্ব জামাতের প্রেসিডেন্টের সুপারিশ-পত্র সহ দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে। বিশেষ যোগ্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।

এস, এ, নিজামী
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর,
বাংলাদেশ স্বনির্ভর মৎস্য উৎপাদন ও বিপনী সংস্থা
১০৭৯, ধনিয়ালাপাড়া,
ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড, চট্টগ্রাম।

জিল্লুর রহমান খান

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ের ৩১শ বর্ষ : ১৯শ সংখ্যা

৩রা ফাল্গুণ, ১৩৮৪ বাং : ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮ ইং : ১৫ই তাবলীগ, ১৩৫৭ হিজরী শামসী

'তফসীরে কোরআন'—

সুরা কওসার

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা কওসারের তফসীর অবলম্বনে লিখিত) —মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রোযা—পুনঃ রোযার ব্যবস্থা দেখুন, এজতেমায়ী রোযা কোন জাতির মধ্যে নাই। খৃস্টানদের মধ্যে মাত্র কয়েকটি রোযা আছে। উহাও আবার অসম্পূর্ণ আকারে। হিন্দুদের মধ্যেও এইরূপ রোযা আছে। পণ্ডিত বলিবে, 'চুলার রান্না করা খাদ্য খাইও না।' অথচ কাঁচা দুগ্ধ কয়েক সের পান করিয়া এবং ফল-মূল খাইয়া একহিন্দু বলিবে 'আমি রোযা আছি। কিন্তু ইসলামে ক্রমাগত এক মাস যাবৎ রোজা রাখার বিধি আছে। শুধু ইহাই নহে বরং ইহারও হেদায়েত আছে যে রোযার সহিত বেশী করিয়া এবাদত কর এবং দোওয়ায় জোর দাও, বিশেষ করিয়া রমযানের শেষ অংশে, যাহার মধ্যে লায়লাতুল কদর আছে। অতএব ইসলাম রোযার বিষয়েও অপরাপর মযহবের উপর ফযিলত রাখে।

হজ—ইহা ইসলামের একটি স্তম্ভ। ইহা সমস্ত জাতির একত্রে সম্মিলিত হওয়ার এক মস্ত বড় ব্যবস্থা। দুনিয়ায় আর কোন জাতির জন্য হজ ফরয নহে। কিন্তু ইসলাম বিধি-সম্মত অবস্থাপন্ন সকল ব্যক্তির উপর বৎসরে একবার হজ করার আদেশ দিয়াছে। এতদ্বারা অনেকগুলি উপকার লাভ হয়। যখন ধনী ও দরিদ্র, শাসক ও শাশিত, আলেম এবং জাহেল একত্রিত হইবে, তখন জাতীয় প্রয়োজনসমূহ সম্বন্ধে স্বঃতই তাহাদের চিন্তাভাবনা করার সুযোগ হইবে। তাহাদিগের নিজেদের দৃষ্টিতে তাহাদের কমজোরী সমূহ ধরা পড়িবে

এবং সেগুলি দূর করার প্রচেষ্টা করিবে। এইভাবে হজের ব্যবস্থার দ্বারা ইসলাম কেন্দ্রের এসলাহের দিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং ইহার দ্বারা জাতির সংশোধন সাধিত হয়। ফলে জাতি উন্নতির পথে পা আগে বাড়াইতে পারে। সুতরাং এবাদত, রোযা বা হজ্জ যে কোন ব্যবস্থার দিকে তাকান, ইসলাম মানুষকে যে তালীম দিয়াছে, উহার দশমাংশের একাংশও অন্য কোন মযহবে পাওয়া যায় না।

শরীয়তের উসুল সম্পর্কে কুরআন করীমের ফযিলত সাব্যস্ত করার পর এখন আমি শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধে আলোচনা করিব এবং সাব্যস্ত করিয়া দিব যে কেবল উসুলী বিষয়েই পূর্ববর্তী সকল ঐশীগ্রন্থের উপর কুরআন করীমের প্রাধান্য নাই, বরং শরীয়তের বিস্তারিত বিবরণ সম্পর্কেও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে কওসার প্রদান করা হইয়াছে। অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এই বিষয়েও কুরআন করীমের মোকাবেলা করিতে পারে না।

শরীয়তের বিস্তারিত শিক্ষা সম্পর্কে আমরা সর্বপ্রথম স্ত্রীজাতির হক (দাবীদাওয়া) সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কুরআন করীমে হযরত আদম (আঃ)-এর উল্লেখ প্রসঙ্গে আল্লাহ্‌তায়ালা তাঁহার জীবন সঙ্গিনীরও কথা বলিয়াছেন, যাঁহার মাধ্যমে মানবজাতির সৃষ্টি চালু হইয়াছে। কিন্তু হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর পূর্বেকার সকল গ্রন্থপাঠ করিয়া দেখুন, কোথাও স্ত্রীলোকের হক সম্বন্ধে সন্ধান পাওয়া যাইবে না। কোন গ্রন্থ এ বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করে নাই যে, স্ত্রীলোকও মানবজাতির এক অংশ। কুরআন করীম প্রথম কেতাব, যাহা স্ত্রীলোকদের হককে স্বীকৃতি দিয়াছে। উহা কেবল স্বীকৃতিই দেয় নাই, বরং এ বিষয়ে এত জোর দিয়াছে যে মনে হয় যেন নূতন জ্ঞানের এক দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিকাহ উপলক্ষে হযরত রসুল করীম (সাঃ) যে তিনটি আয়াত অবশ্য পাঠ্য বলিয়া নির্বাচন করিয়া গিয়াছেন [(আমার মনে হয় এই নির্বাচন ইলহামী ছিল—হযরত মোসলেহ মসউদ (রাঃ)]. উহাদের মধ্যে স্ত্রীদের হকের উপর অত্যন্ত জোর দেওয় হইয়াছে এবং উহার গুরুত্ব সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আসুন আমরা প্রথম আয়াতটি প্রণিধান করিয়া দেখি :

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به
والارحام - ان الله كان عليكم رقيبا ০ । (সুরা নেসা-১ম রুকু)

এ আয়াতে আল্লাহ্‌তায়ালা এই হকীকত বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সব মানুষকে নফস (জীবন কোষ) হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ে একই জিনস

(মৌল বস্তু) হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। উভয়ে একিই প্রকার মস্তিস্ক, একই প্রকার অনুভূতি সমূহ এবং একই প্রকারের আবেগসমূহ লইয়া আসিয়াছে। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, উল্লিখিত আয়াতের প্রথম কথাতেই স্ত্রীগণের হকসমূহের উপর কিরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং মানব জাতির দৃষ্টি এই বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ করা হইয়াছে যে তোমরা মনে করিও না যে, স্ত্রীলোকগণের মস্তিস্ক নাই এবং তোমরা যেভাবে খুশী তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে ও তাহাদের প্রতি ব্যবহার করিতে পার। স্ত্রীলোকগণও তোমাদের ন্যায় আবেগ ও অনুভূতি সম্পন্ন এবং তাহারও তোমাদের ন্যায় মস্তিস্ক রাখে। সুতরাং তোমরা তাহাদিগকে তোমাদের সমতুল্য জ্ঞান কর এবং তাহাদিগকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করিও না। এই মৌলিক শিক্ষা ছাড়াও হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার অনুগামীগণকে এই হেদায়েতও দিয়াছেন যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহে তাহাদের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। তিনি (সাঃ) নিজেও তাঁহার স্ত্রীগণের পরামর্শ লইতেন। এ ব্যাপারে তাঁহাদের এতখানি স্বাধীনতা ছিল যে, হাদিসে বর্ণিত আছে যে হযরত রসুল করীম (সাঃ) একবার তাঁহার স্ত্রীগণ হইতে পৃথক হইয়া গৃহের বাহিরে বাস করার ফয়সালা করেন। সাহাবা (রাঃ আঃ)-এর মধ্যে চর্চা হইতে লাগিল যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার স্ত্রীগণকে তালাক দিয়াছেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর এক মেয়েও হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর অন্যতম স্ত্রী ছিলেন। তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে সংবাদ দিলেন যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) তাঁহার সকল স্ত্রীকে তালাক দিয়াছেন। ইহা শুনিয়া হযরত উমর (রাঃ) প্রথমে তাঁহার মেয়ের ঘরে গেলেন এবং দেখিলেন যে, তিনি কাঁদিতেছেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি ?" তাঁহার মেয়ে উত্তর দিলেন যে, "হযরত রসুল করীম (সাঃ) গৃহের বাহিরে থাকিবার ফয়সালা করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন : হযরত উমর (রাঃ) তখন হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "হে আল্লাহ্‌র রসুল ! প্রকৃত কথা এই যে, আমি তো ডাণ্ডা দিয়া মেয়েদের সোজা করিতাম। অতঃপর আপনি মেয়েদেরকে এমন তালীম দিতে আরম্ভ করিলেন যে, তাহারা আমাদের মাথায় চাপিতে লাগিল আমি একদিন কোন ব্যাপারে আমার স্ত্রীকে বলিলাম, 'তুমি এ বিষয়ে আমাকে কিছু বলিতে পারিবে না।' তখন আমার স্ত্রী বলিলেন, যাও, যাও, সেদিন গিয়াছে যখন আমাদের কোন হক ছিল না। এখন তো হযরত রসুল করীম (সাঃ)-ও তাঁহার স্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন। তুমি

আমাকে কথা বলা হইতে রুখিবার কে?' তখন আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই অধিকার একদিন বিপদ ডাকিয়া আনিবে। ফলে আজ অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে অপনাকে আপনার স্ত্রীদেরকে তালাক দিতে হইয়াছে।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) হাঁসিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন, "হে উমর (রাঃ)! আমি আমার স্ত্রীদেরকে তালাক দিই নাই। প্রয়োজন বোধে আমি কিছুদিন তাঁহাদের নিকট হইতে পৃথক থাকার ফয়সালা করিয়াছি।" মোট কথা রসুল করীম (সাঃ) স্ত্রীলোকদিগকে অধিকার প্রাদান সম্পর্কে এরূপ জোর দিয়াছেন যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাহাদের চেতনা আসিল যে তাহারা পুরুষদের চেয়ে খাটো নহে। হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফৎ কালের ঘটনাবলী হইতে দেখা যায় যে, তিনি আদেশ দিলে মেয়েরা পরিষ্কার জবাব দিত, "আপনি এরূপ হুকুম দিবার কে? হযরত রসুল করীম (সাঃ) তো ভিন্নরূপ বলিয়াছেন" অথচ বস্তুতঃ হয়ত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নামে আরোপিত কথা সঠিক ছিল না। মোটাকথা, এই সকল বিষয় হইতে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, ইসলাম পারিবারিক ব্যাপারে স্ত্রীলোকদিগকে পরামর্শ দিবার অধিকার দিয়াছে এবং ইহার উপর এরূপ গুরুত্ব দিয়াছে যে, ইহার তুলনা দুনিয়ার কোন কেতাবে পরিদৃষ্ট হয় না।

পুনঃ ইসলামের নির্দেশ এই যে, মেয়ের সম্মতি ব্যতিরেকে তাহার বিবাহ হইবে না। ইসলামের পূর্বে পিতামাতা যেখানে খুশী মেয়েদের বিবাহ দিত। এ ব্যাপারে মেয়েদের মতামতের কোন দখল ছিল না এবং তাহাদিগকে নীরবে বিবাহিত স্বামীকে গ্রহণ করিয়া লইতে হইত। বর্তমান যুগে যদিও মুসলমানগণ মেয়েদের অধিকারকে খর্ব করিয়াছে, তথাপি এতদ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, ইসলামী শিক্ষা ত্রুটিপূর্ণ। ইসলাম এতখানি নির্দেশ দিয়াছে যে, সম্মতি ছাড়া কোন মেয়ের বিবাহ দিলে সেই বিবাহ বাতিল গণ্য হইবে। ইহা কত বড় অধিকার, যাহা কুরআন করীম মেয়েদিগকে দিয়াছে। আরও দেখুন শিশু সন্তানের স্তন্য ছড়াইবার অধিকারও মাতার মর্জির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। এ সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মে খুঁটিনাটি বিষয়াবলী এরূপ সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে যে, দুনিয়ার কোন কেতাবে ইহার দৃষ্টান্ত নাই। পুনঃ ইসলাম স্ত্রীদেরকে পৃথক গৃহের অধিকার দিয়াছে, তাহাদের মোহর নির্ধারিত করিয়াছে এবং নির্দেশ দিয়াছে যে, তাহারা তাহাদের সম্পদ সম্পত্তির মালিক। ইউরোপে অদ্য প্রায় ৭৭ বৎসর মাত্র পূর্বে মেয়েদের এই অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। ইহার পূর্বে সম্পত্তি তাহাদের বলিয়া স্বীকৃত হইত না। অনেক সময়ে সম্পত্তির লোভে লোকে নবাব, রইস, অথবা ধনী সাজিয়া ধনবতী স্ত্রীলোককে ধোকা দিয়া বিবাহ করিয়া তাহার সম্পত্তির মালিক বনিয়া বসিত। তাহার স্বামী ইচ্ছা হইলে তাহার সম্পত্তির

রক্ষণাবেক্ষণ করিত, অথবা বিক্রয় করিয়া নষ্ট করিত। এ ব্যাপারে স্ত্রী কিছুই করিতে পারিত না। ইসলাম স্ত্রীলোকের সম্পত্তিকে তাহার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিয়া স্বীকৃতি ও অধিকার দিয়াছে। এ ব্যাপারে ইসলাম এতখানি গুরুত্ব দিয়াছে যে সাহাবা (রাঃ) দ্বিধায় পড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্ত্রীদের সম্মতি লইয়াও তাহাদের সম্পত্তির কোন কিছু গ্রহণ করা যাইবে কি না। তদনুযায়ী ইসলাম এ বিষয়ে পৃথক আদেশ দিয়াছে, এবং বলিয়াছে যে, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের দেওয়া স্বেচ্ছাকৃত দান ব্যবহার করিতে পার। মোটকথা, ইসলাম স্ত্রীলোকদের অধিকার সমূহকে এরূপ সুরক্ষিত করিয়া দিয়াছে যে, অপর কোন মযহব ইহা করে নাই।

আত্মীয় স্বজনের মধ্যে পিতামাতা অগ্রগণ্য। তাহাদের দ্বারা বংশধারা চলিতেছে। ব্যক্তির মধ্যে যে যোগ্যতার সৃষ্টি হয়, উহা পিতামাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি হইয়া থাকে। পিতামাতা যদি তাহার সন্তানদের শিক্ষা না দিত, তাহা হইল তাহারা সমাজে কিভাবে সম্মান লাভ করিত। পিতামাতা যদি তাহাদের সন্তানদের লালন পালন না করিত, তাহা হইলে তাহারা কিভাবে বড় হইত। কিন্তু এতদসত্বেও ইহা বড় আশ্চার্যের বিষয় যে দুনিয়ায় অন্য কোন এমন ধর্মগ্রন্থ নাই, যাহা সন্তানদের সম্পত্তিতে তাহাদের পিতামাতার কোন হক নির্ধারণ করিয়াছে। তওরাতে অবশ্য এ শিক্ষা আছে যে, পিতামাতাকে শ্রদ্ধা কর, কিন্তু সন্তানদের সম্পত্তিতে তাহাদের কোন অংশ নির্ধারণ করে নাই। একমাত্র কুরআন করীম তাহাদের হক রাখিয়াছে এবং গুরুত্বপূর্ণ হক রাখিয়াছে। কুরআন করীম পিতা-মাতাকে তাহাদের সন্তানদের সম্পত্তিতে ওয়ারিসীর হকদার করিয়াছে। দেখা যায় কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন, যেখানে সন্তানের সংখ্যা বেশী, সেখানে সন্তানদের তুলনায় পিতামাতা বেশী অংশ পায়। ইহার দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় কোথাও মিলে না। কোন মযহব এইভাবে পিতামাতার ওয়ারিসী হক নির্ধারণ করে নাই। সকলেই বলে পিতামাতাকে সমাদর করিও ভক্তি করিও, কিন্তু এ সকলই মৌখিক আবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কেবল কুরআন করীম সন্তানদের সম্পত্তিতে পিতামতার হক কায়েম করিয়া তাহাদের মর্যাদাকে কার্যকরীভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কন্যার ওয়ারীসি হক ছিল না। ইসলাম কন্যাদের ওয়ারীসি হক কায়েম করিয়া জানাইয়া দিয়াছে যে, পুত্রগণের ন্যায় তাহারাও পিতামাতার সম্পত্তিতে ওয়ারীসীর হকদার এবং তাহারা তাহাদের সম্পত্তিতে পূর্ণ কতৃত্বের অধিকার রাখে।

বস্তুতঃ ইসলাম মানব জাতিকে এই সত্যের দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহে যে, যেভাবে দুনিয়ার সকল সম্পদে সকলের অধিকার রহিয়াছে এবং উহাতে কাহারও একক মালিকানা স্বত্ব নাই, তেমনি ধারা তোমার উপার্জনও সকলের হক আছে। কারণ কেহ একা কামাই করিতে পারে না। কারণ তাহাকে অন্যদেরও সাহায্য লইতে হয়। সেইজন্য যখনই কেহ কিছু উপার্জন করিবে, তাহার উপার্জিত সম্পদে অন্যদেরও হক থাকিবে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, বড় বড় কারবার শহরে হইয়া থাকে, গ্রামে হয় না। ইহ এই জন্য যে শহরে যানবাহনের সুবিধা থাকে। সেখানে সড়কগুলি পাকা, সেখানে রেল লাইন, কার এবং নানা প্রকার যানবাহনের ব্যবস্থা থাকে সেখানে হোটেলও এই জন্য খোলা হয় যে, সেখানে বহু লোকের সমাগম হয়। গ্রামে হোটেল খুলিলে, সেখানে হোটেল চলিবে না। শহরে পান্থনিবাস থাকে। কারণ সদা লোকজন বাহির হইতে আসে এবং সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করে গ্রামাঞ্চলে পান্থনিবাস অচল। তেমনিভাবে বিভিন্ন প্রকারের পণ্যদ্রব্য গুদামজাত করার জন্য গ্রামে বড় বড় ষ্টোর খোলা যায় না। শহরে ইহার ব্যবস্থা থাকে। শহরের উপরুক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য নহে, বরং শহরের সকল বাসিন্দার সমষ্টিগত সমাবেশের কারণে লাভ হইয়া থাকে সেই জন্য শহরবাসীগণ যাহা কিছু অর্জন করে, উহাতে অন্যদেরও অংশ থাকে। সেই জন্য ইসলামের নির্দেশ এই যে, যে কেহ উপার্জন করে, তাহার উপার্জনে তাহার প্রতিবেশী দেরও হক থাকে। কারণ তাহারা না থাকিলে সে উপার্জন করিতে পারিত না। পুনঃ ইহা বলা হইয়াছে যে, প্রতিবেশীগণকে অযথা হক দেওয়া হইতেছে না বরং, এইজন্য যে তাহাদিগের অবস্থান তোমাকে উপকৃত করিতেছে। শহর গঠিত না হইলে, তুমি উপার্জনের সুযোগ পাইতে না। যেহেতু অন্যেরা তোমার উপার্জনের কারণ হইয়াছে, সেইজন্য তাহারাও তোমার উপার্জনে অংশীদার। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি একক উপার্জন করিতে পারে না, যদি না তাহার পরিবারভুক্ত বাকী সকলে তাহার সহকারী হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ চিন্তা করিয়া দেখুন, কোন ব্যক্তি ব্যবসায়ের জন্য কিরূপে বিদেশে যাইতে পারে, যদি তাহার বাড়ীতে স্ত্রী না থাকে এবং তাহার অবর্তমানে তাহার বাড়ীর তত্ত্বাবধান না করে। তাঁহার স্ত্রী তাহার গৃহস্থলির দেখা শুনা করে বলিয়াই, সে বাহিরে গিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিয়া কামাই করিতে পারে। তাহার পুত্র থাকিলে সেও তাহার কার্যভার কিছুটা লাঘব করে, ছোটখাট ব্যবসায় সে তাহার সাহায্যকারী হইয়া যায়। অতঃপর শহরে তাহার মাল গুদামজাত করার জন্য তৈয়ারী ঘর পাইয়া যায় এবং তাহার মাল সেখানে হেফাজতে থাকে। এই জন্য তাহার মালে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশ থাকে। অতঃপর তাহার ভাই

থাকিলে, সেও কাজে আসে। কেহ কর্জ লইলে, সাধারণতঃ শরীফ মানুষ কর্জ শোধ করিয়া দেয়, কিন্তু সাধারণের মধ্যে কেহ কেহ কর্জ শোধ করিতে অবহেলা করে এবং ঝগড়াও করে। সেরূপ ক্ষেত্রে তাহার ভাই বেরাদার ও অন্যেরা এবং প্রয়োজনে আদালত তাহার কর্জ আদায়ে সহায়ক হয়। সকলে তাহার সাহায্য না করিলে, তাহা দেওয়া টাকা আদায় হইত না। সেইজন্য কুরআন করীম নিকট আত্মীয়দের জন্য তাহার সম্পত্তিতে ওয়ারিসী হক নির্ধারণ করিয়াছে যথা পিতামাতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নি ইত্যাদি। এই সব আত্মীয় না থাকিলে দূরবর্তী আত্মীয়গণ তাহার উত্তরাধিকারী হয়। যথা :—দাদা, দাদী, নানা, নানি, পৌত্র, পৌত্রী, ভ্রাতৃপুত্র ইত্যাদি। কেহ ওয়ারিস না থাকিলে, রাষ্ট্র তাহার সম্পত্তির মালিক হয়। যুক্তি ও ন্যায়নীতি ও অবস্থানুযায়ী কাহারও সম্পত্তিতে তাহার আত্মীয় স্বজনদের ধারাবাহিক ওয়ারিসী নির্ধারণ কুরআন করীম ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ করে নাই।

ইসলাম মেয়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং বলিয়াছে যে, যাহার দুই কন্যা আছে এবং সে তাহাদিগের উত্তম তরবীয়ত করিয়াছে, তাহার সমস্ত পাপ আল্লাহ্তায়ালা ধুইয়া দিবেন। হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে বলিলেন, "এক দারিদ্র স্ত্রীলোক আমার নিকট আসিয়াছিল এবং সে বলিল, তাহার দুই কন্যা। সে একজনকে তাহার ডাহিন পার্শ্বে বসাইল এবং অপরজনকে তাহার বাম পার্শ্বে বসাইল এবং বলিল, আমাকে কিছু খাবার দাও' আমার ঘরে কোন খাবার ছিল না। অনুসন্ধান করিয়া একটি খেজুর পাইলাম। উহা লইয়া আমি তাহার নিকট গেলাম এবং বলিলাম, আমার ঘরে খাবার বলিতে এই একটি মাত্র খেজুর আছে। ইহা গ্রহণ কর।" সে খেজুরটিকে লইয়া নিজ মুখে ফেলিয়া উহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিল এবং একটি ভাগ এক মেয়েকে দিল এবং অপর ভাগ অন্যজনকে দিল। সে নিজে কিছুই খাইল না।" ইহা শুনিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন যে, যদি কাহারও দুই কন্যা থাকে এবং সে তাহাদের ভাগ তরবীয়ত করে শিক্ষা দেয়, তাহা হইলে আল্লাহ্তায়ালা তাহার জন্য জান্নাত অবশ্য-ধার্য করিয়া দেন!" দেখুন ইসলাম মেয়েদের তালীম তরবীয়তের উপর কিরূপ গুরুত্ব দিয়াছে মানুষ ছেলেদেরকে এই জন্য শিক্ষা দেয় যে, তাহারা বড় হইয়া চাকরী করিবে, কিন্তু খোদাতায়ালা মেয়েদের শিক্ষা প্রদানের বিনিময় চাকরী নির্ধারণ করেন নাই, বরং জান্নাত নিধারণ করিয়াছেন। বর্তমানে

যদিও মুসলমান মেয়েরা চাকরী করে, কিন্তু ইসলাম মেয়েদের উপর ঘরের জিম্মাদারী ন্যাস্ত করিয়াছে। এই জিম্মাদারীর পরিপ্রেক্ষিতে তাহার শিক্ষা কোন অর্থ উপার্জনের কাজে লাগিবে না। কিন্তু তবু ইসলাম স্ত্রীশিক্ষার উপর জোর দিয়াছে। অন্য কোন ধর্মে এই ব্যবস্থা নাই।

স্ত্রীর হকসমূহ সম্বন্ধে ইসলাম বিস্তারিত বিবরণ দিয়াছে। ইসলাম শিক্ষা দিয়াছে যে, স্ত্রীর সহিত ভালবাসা ও আদরের সম্পর্ক থাকা চাই। সকলেই স্ত্রীকে ভালবাসে। এমন কি কেহ কেহ স্ত্রীর প্রেমে ধর্মকে বিদায় দেয় কিন্তু যাহারা এরূপ করে তাহাদিগের নিকট প্রশ্ন এই যে, তাহাদের ধর্ম স্ত্রীদের কি হক নির্ধারিত করিয়াছে। ভালবাসা এক প্রাকৃতিক বিষয় এবং প্রকৃতি মানুষকে ভ্রান্তির পথেও লইয়া যায় এবং হেদায়েতের পথেও লইয়া যায়। প্রকৃত প্রশ্ন ধর্মের। অন্য কোন ধর্ম স্ত্রীদের কোন হক নির্ধারিত করে নাই। এই হক একমাত্র ইসলাম নির্ধারিত করিয়াছে। ইসলাম এই শিক্ষা দিয়াছে যে, স্ত্রীকে মারপিট করিও না, বরং তাহার মনসন্তুষ্টি কর। ইসলাম নির্দেশ দিয়াছে যে, তাহাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পুরুষদের উপর। অদ্যাবধি ইউরোপে এই প্রথা রহিয়াছে যে, স্ত্রীর মাল স্বামীর। স্বামী যেভাবে চাহে, তাহার মাল খরচ করিবে। উহা বিনষ্ট করিয়া দিলেও স্ত্রীর কিছু বলিবার অধিকার নাই। কিন্তু ইসলাম স্ত্রীকে অধিকার দিয়াছে যে, সে তাহার নিজের সম্পত্তির মালিক। সে যেভাবে চাহে, সেইভাবেই উহা খরচ করিবে এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিবে। তাহার সম্পত্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জিম্মাদারী একক তাহার। বিত্তশালী স্ত্রীর ভরপোষণের দায়িত্বও স্বামীর উপর। স্ত্রীর যদি লক্ষ টাকাও থাকে এবং স্বামীর নিকট মাত্র পাঁচ টাকা থাকে তাহা হইলেও স্বামীর কর্তব্য তাহার পাঁচ টাকা হইতে সে স্ত্রীকে খাওয়াইবে। ইহা এই জন্য যে, সে তাহাকে বিবাহ করিয়া স্ত্রীরূপে গৃহে আনিয়াছে। স্বামী তাহার ভরণ পোষণের জন্য দায়ী। স্বামীর কোন অধিকার নাই যে, স্ত্রীর মাল হইতে জবরদস্তি কোন কিছু গ্রহণ করে।

তালাক সম্বন্ধে ইসলাম অনেক বাঁধন রাখিয়াছে, যাহাতে স্ত্রীর হক নষ্ট না হইতে পারে। কোন অপরাধের জন্য স্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামের আদেশ এই যে সাবধানতার সহিত কার্য করিবে। স্ত্রীকে এরূপ শাস্তি দিবে না, যাহার ফলে দেহে কোন দাগ হয়। মোট কথা স্ত্রীর হক সম্বন্ধে ইসলাম এমন বিস্তারিত শিক্ষা দিয়াছে যে, উহার দৃষ্টান্ত অপর কোন ধর্ম পুস্তকে নাই। হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তাহার স্ত্রীর সহিত উত্তম ব্যবহার করে।" (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

২৭। নামায—শর্তাবলী ও আদব।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৫১। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"যদি লোকে জানিত যে আযান দেওয়ায় এবং প্রথম পংতিতে বসায় কত সাওয়াব পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে লটারী দ্বারা তাহাদের ভাগ্য নির্ণয় করিতে হইলেও তাহা করিত এবং সেই স্থান লাভের পুরা চেষ্টা করিত "

['বুখারী, কেতাবুল-আযান, ১ : ৮০ পৃঃ]

১৫২। হযরত ইবনে উমর রাযি আল্লাহু আন্হুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন : 'সাফ্ (পংতি) সোজা রাখিবে, কাঁধ মিলাইবে, মধ্যের ব্যবধান বন্ধ করিবে। তোমাদের ভাইদের হস্ত সম্প্রসারণে নম্র হইবে। শয়তানের জন্য মধ্য-স্থানে জায়গা রাখিবে না। যে ব্যক্তি মিলিতভাবে পংতি বাঁধিবে, আল্লাতায়ালা তাহাকে মিলিত রাখুন এবং যে পংক্তি ভাঙ্গিবে, আল্লাহতায়ালা তাহাকে ভাঙ্গিবেন।"

["আবু দাউদ' কেতাবুস্ সালাত; বাবু তসবিয়াতিস্ সাফ্ফ; ১ : ৯৭ পৃঃ]

১৫৩। হযরত আবু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম নামাযের পংতি সোজা করিবার জন্য আমাদের কাঁধের উপর হাত রাখিতেন এবং বলিতেন, "সাফ্ সোজা কর। অগ্র-পশ্চাৎ হইবে না। নচেৎ তোমাদের হৃদয় অনৈক্যে পূর্ণ হইবে। আমার নিকটে অধিক জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক দাঁড়াইবে। তারপর সেই সকল লোক দাঁড়াইবে, যাহারা মর্যাদায় তাদের নিকটবর্তী। তারপর তাহারা দাঁড়াইবে, যাহাদের মর্যাদা তাহাদের নিকটবর্তী। তারপর, তাহারা যাহারা তাহাদের নিকটবর্তী। [মুসলিম, কেতাবুস্ সালাত, বাবু তসবিয়াতিস সাফ্ফ, ১-১ : ১৬৪ পৃঃ]

১৫৪। হযরত নু'মান বিন বশীর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, তিনি আঁ-হযরত সাল্লাল্লহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে শুনিয়াছেন, তিনি (সাঃ) ফরমাইতেন : "তোমাদের

পংতি সোজা রাখা কর্তব্য। নচেৎ আল্লাহতায়লা তোমাদের চেহেরায় ও তোমাদের হৃদয়ে অনৈক্যের বীজ রাখিবেন।"

(বুখারী; কেতাবুস সালাত, বাবু তসবিয়াতিস সাফ্‌ফ, ১ : ১০০ পৃঃ)

১৫৫। হযরত আনাস রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "তোমাদের সাফ্‌ (পংতি) সোজা বাঁধিবে। কারণ পংতি সোজা রাখাও পূর্ণাঙ্গীন নামাযের অংশীভূত।"

(বুখারী, কিতাবুস্-সালাত, বাবু ইকামাতিস সাফ্‌ফ মিন্‌ তাতমিমিস্ সালাত, ১ : ১০০পৃ)

১৫৬। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নামাযে ইমামের পূর্বে মাথা তোলে, সে এই কথাকে ভয় করে না যে, আল্লাহতায়ালা তাহার মাথা গাধার মাথার মত করিয়া দেন, বা ফরমাইয়াছিলেন যে, তাহার আকৃতি গাধার মত করিয়া দেন।"

['মুসলিম, কেতাবুস সালাত, বাবু নাহইয়ে আন্‌ সাবকিল ইমামে বিররুকুয়ে ১ : ১ ১৬২ পৃ]

১৫৭। হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "যখন তোমাদের কেহ লোকদিগের নামায পড়ায়, তখন সে যেন নামায হাল্কা পড়ায়। কারণ, তাহাদের মধ্যে দুর্বল ও বৃদ্ধ আছেন। তাহাদেরও প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য এবং যখন তোমাদের কেহ একাকী নামায পড়ে, তখন যত লম্বা চায় পড়িতে পারে।

[বুখারী, কেতাবুস্ সালাত, বাবু ইযা সাল্লা লে-নাফ্‌সেহী ফাল ইয়াতায়াওয়ালা মা শায়া ১:৯৭পৃঃ]

১৫৮। হযরত আবু কাতাদহ্ রাযি আল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "কোন কোন সময় নামায পড়ানোর জন্য দাঁড়াই এবং চাই যে, দীর্ঘ নামায পড়িব, কিন্তু যখন আমি কোন শিশুর কান্না শুনি, তখন আমার নামাজ সংক্ষেপ করি, এই আশংকায় যে তাহার মায়ের অস্থীরতা ও চাঞ্চল্য ঘটিবে।

('বুখরী, কেতাবুস্ সালাত, বাবু মান আখাফ্‌ফা সালাতাহু ইন্দা বুকাউস সাবিয়ে, ১ : ৯৮ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

('হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

— এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

প্রতিশ্রুত পুত্র "মুসলেহ মওউদ" সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

পরম কারুণিক, পরম দাতা, মহামহিমান্বিত খোদা, যিনি সর্বশক্তিমান—যাঁহার মর্যাদা মহা গৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন এলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলিলেন:

"আমি তোমাকে এক রহমতের নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চাহিয়াছ তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনিয়াছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণসহকারে কবুল করিয়াছি এবং তোমার সফরকে (হুসিয়ারপুর এবং লুধিয়ানার) তোমার জন্য কল্যাণময় করিয়াছি! সুতরাং, শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে বদান্যতা ও অনুগ্রহের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হইতেছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হইতেছ। হে বিজয়ী, তোমার প্রতি সালাম। খোদা বলিয়াছেন, যাহারা জীবন-প্রত্যাশী তাহারা যেন মৃত্যুর কবল হইতে মুক্তিলাভ করে এবং যাহারা কবরের মধ্যে প্রোথিত, তাহারা বাহির হইয়া আসে, যাহাতে ইস্‌লাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আল্লাহতায়ালার কালামের মর্যাদা লোকের নিকট প্রকাশিত হয় এবং সত্য উহার যাবতীয় আশিস সহ উপস্থিত হয় এবং মিথ্যা উহার যাবতীয় অকল্যাণসহ পলায়ন করে এবং মানুষ বুঝে যে, আমি সর্বশক্তিমান—যাহা ইচ্ছা করি, করিয়া থাকি, এবং যেন তাহাদের প্রতীতি হয় যে, আমি তোমার সঙ্গে আছি, এবং যাহারা খোদার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী এবং খোদার ধর্ম ও কেতাব এবং তাঁহার রসুল পাক মুহাম্মদ মুস্তফাকে অস্বীকার করে এবং অসত্য মনে করিয়া থাকে, তাহারা যেন একটি প্রকাশ্য নিদর্শন প্রাপ্ত হয় এবং অপরাধীদের শাস্তির পথ পরিষ্কার হয়।

সুতরাং, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র পুত্র সন্তান তোমাকে দেওয়া হইবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করিবে। সেই পুত্র তোমারই ঔরসজাত তোমারই সন্তান হইবে।

সুশ্রী পুত্র তোমার মেহমান আসিতেছে। তাহার নাম—অনমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ-দাতাও বটে। তাহাকে পবিত্রাত্মা দেওয়া হইয়াছে। সে কলুষ হইতে পবিত্র। সে আল্লাহর নূর। ধন্য, যে আসমান হইতে আসে।

তাহার সঙ্গে 'ফযল' (বিশেষ কৃপা) আছে, যাহা তাহার আগমনের সহিত উপস্থিত হইবে। সে জাঁকজমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হইবে। সে পৃথিবীতে আসিবে এবং তাহার সঞ্জিবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি-মুক্ত করিবে। সে 'কলেমাতুল্লাহ্'—আল্লাহর বাণী। কারণ, খোদার দয়া ও সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাহাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করিয়াছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গম্ভীর্যশীল হইবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাহাকে পরিপূর্ণ করা হইবে। সে তিনকে চার করিবে। (ইহার অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার, শুভ সোমবার! সম্মানিত, মহৎ, প্রিয় পুত্র।

مظهر الحق و العلى كـأن الله نزل من السماء

অর্থাৎ সত্যের বিকাশ-স্থল, উচ্চ, যেন আল্লাহ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাহার আগমন অশেষ কল্যাণময় হইবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হইবে। জ্যোতিঃ আসিতেছে, জ্যোতিঃ। খোদা তাহাকে তাঁহার সন্তুষ্টির সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করিয়াছেন। আমরা তাহার মধ্যে আপন রুহ্ ফুকিয়া দিব এবং খোদার ছায়া তাহার শীরে থাকিবে। সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়িবে এবং বন্দীদিগের মুক্তির কারণ ও উপায় স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। জাতি সমূহ তাহার নিকট হইতে আশিস ও কল্যাণ লাভ করিবে। তখন তাহার আত্মিক কেন্দ্রের আকাশের দিকে উত্তোলিত হইবে। وكان امرا مقضيا"

(হশতাহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ সন, তবলীগে-রেসালত,' প্রথম জেলদ।)

তাঁহার পরিবার ও অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এবং সেলসেলার উন্নতি ও গৌরব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী:

তারপর, খোদা জাল্লা শানুহু আমাকে সুসংবাদ দিয়া বলিয়াছেন:

'তোমার গৃহ আশীষে পরিপূর্ণ হইবে। আমি আমার দান সমূহ তোমার উপর পূর্ণ করিব। ভাগ্যবতী মহিলা, যাহাদের মধ্যে কতক জনকে তুমি পরে পাইবে। তোমার

বহু বংশধর হইবে। আমি তোমার সন্তান-সন্ততি বহুল বাড়াইব এবং আশীষ-যুক্ত করিব। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ অল্প বয়সেই লোকান্তরিত হইবে। তোমার বংশ ব্যাপকভাবে দেশ-বিদেশে বিস্তার লাভ করিবে। তোমার পিতৃকুলের প্রত্যেক শাখা কর্তন করা হইবে। তাহারা শীঘ্রই সন্তানহীন হইয়া শেষ হইয়া যাইবে। যদি তাহারা অনুতাপ না করে, তবে খোদা তাহাদের উপর বিপদের পর বিপদ অবতীর্ণ করিবেন। এমনকি তাহারা নিশ্চিহ্ন হইবে।.....

তোমার বংশ কখনও বিনষ্ট হইবে না এবং শেষ দিন পর্যন্ত সজীব থাকিবে। পৃথিবী প্রলয়-কাল পর্যন্ত খোদা তোমার নাম সম্মানের সহিত বজায় রাখিবেন এবং তোমার "আহ্বানকে" পৃথিবীর প্রান্তসমূহ পর্যন্ত পৌঁছাবেন। আমি তোমাকে উত্তোলন করিব এবং আমার দিকে আহ্বান করিব। কিন্তু তোমার নাম ভূপৃষ্ঠ হইতে কখনো অন্তর্হিত হইবে না। ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, যাহারা তোমার অবমাননার চিন্তায় রত এবং তোমার অকৃতকার্যতার জন্য চেষ্টা করে এবং তোমার বিলোপ সাধনের ধারণা পোষণ করে, তাহারা স্বয়ং অকৃতকার্য রহিবে এবং বিফলতার সহিত প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু খোদা তোমাকে সর্বোতোঃ ভাবে কৃতকার্য করিবেন এবং তোমার যাবতীয় মনস্কামনা পূর্ণ করিবেন আমি তোমার বিশুদ্ধ এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবের দলকেও বৃদ্ধি করিব। তাহাদের ধন-জন আশীষযুক্ত করিব এবং উহাতে অধিক্য দিব। তাহারা বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুভাবাপন্ন অপর মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর কেয়ামত পর্যন্ত প্রবল থাকিবে। খোদা তাহাদিগকে ভুলিবেন না। তাহারা আন্তরিকতা অনুযায়ী স্ব স্ব পুরস্কার লাভ করিবে। তুমি আমার নিকট বনি ইস্রায়িলের নবীগণের ন্যায়। (অর্থাৎ প্রতিচ্ছায়া স্বরূপে তাঁহাদের অনুরূপ)। তুমি আমার নিকট আমার তৌহিদ তুল্য। তুমি আমা হইতে এবং আমি তোমা হইতে। সেই সময় আসিতেছে, বরং সন্নিকট, যখন খোদা বাদশাহ এবং ধনকুবেরগণের হৃদয়ে তোমার প্রেম সঞ্চার করিবেন। এমনকি, তাহারা তোমার কাপড় হইতে আশীষ অন্বেষণ করিবে।

হে অস্বীকারকারীগণ, ওহে সত্যের বিরোধীগণ, যদি তোমরা আমার দাসের সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ কর—যদি এই অনুগ্রহ ও দয়া সম্পর্কে তোমাদের কোন অস্বীকৃতি থাকে, যাহা আমি আমার বান্দার প্রতি করিয়াছি—তবে এই রহমতের নিদর্শনের ন্যায় তোমরাও তোমাদের সম্বন্ধে এমন কোন নিদর্শন উপস্থিত কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। যদি কখনও উপস্থিত করিতে না পার এবং স্মরণ রাখিবে যে, কখনও পারিবে না, তবে সেই অগ্নিকে ভয় কর, যাহা আদেশ-লঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী এবং সীমা-অতিক্রামকারীদের জন্য প্রস্তুত আছে।"

(ইশতাহার, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ সন তবলীগে রেসালত প্রথম জেল্‌দ)।

অনুবাদ :—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

২০শে ফেব্রুয়ারীর চিরস্মরণীয় নিদর্শন—
হযরত মোসলেহ মওউদ (রাযিঃ)

মোসলেহ মওউদ বা প্রতিশ্রুত সংস্কারক হইলেন হযরত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-এর প্রতিশ্রুত জ্যেষ্ঠ পুত্র, জামাত আহমদীয়ার মহান দ্বিতীয় খলিফা, হযরত মীর্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রাযিঃ) চৌদ্দ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভে উম্মতে আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ) সম্পর্কে মেশকাত শরীফের 'বাবু নুযুলে ঈসা ইবনে মরিয়ম' প্রসিদ্ধ হাদিসে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল: يتزوج ويولد له

অর্থাৎ "মসীহ মওউদ বিবাহ করিবেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সন্তান দান করা হইবে।" তেমনিভাবে আহ্‌লে-কিতাবের হাদিস গ্রন্থ তালমুদ, সুপ্রসিদ্ধ ওলী হযরত নেয়ামতউল্লাহ্, মৌলানা রুম এবং অন্যান্য বুজুর্গানেরও উক্ত মর্মে স্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ রহিয়াছে। তদনুযায়ী আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে ১৮৮৬ ইং সালের প্রারম্ভে হযরত মসীহ মওউদ ইমাম মাহদী (আঃ) হুশিয়ারপুরে ৪০ দিন নির্জনে আরাধনায় থাকিয়া দ্বীনে-ইসলামের বিশেষ সত্যতা ও মর্যাদা প্রকাশার্থে অপূর্ব ও অসাধারণ নিদর্শন কামনা করিয়া সবিশেষ দোওয়া ও মোনাজাত করেন। উহার উত্তরে আল্লাহ্‌তায়ালার তরফ হইতে তাঁহার নিকট যে সকল এলহাম নাযেল হয়, তাহা তিনি ১৮৮৬ ইং সনের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি ইশতেহার মারফত প্রকাশ করেন, যাহা আহমদীর অত্র সংখ্যায় 'অমৃতবাণীর' নীচে দেওয়া হইয়াছে।

এ সকল এলহামে যে অসাধারণ গুণ সম্পন্ন এক পুত্রের জন্মলাভের ঘোষণা করা হইয়াছিল সেই প্রতিশ্রুত পুত্র হইলেন জামাত আহমদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাযিঃ)। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক পূর্ব ঘোষিত ৯ বৎসরের মেয়াদের মধ্যে উহার তৃতীয় বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লিখিত 'শুভ সোমবারে' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পবিত্র নামটিও ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরে প্রকাশিত ইস্তেহারে বর্ণিত এলহাম অনুযায়ী রাখা হয় অর্থাৎ উক্ত এলহামে প্রতিশ্রুত পুত্রকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এলহামমূলে অবহিত হইয়া তাঁহার সম্পর্কেই নির্দিষ্টভাবে ইহা ব্যক্ত করেন যে, তিনিই প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র (মুসলেহ মওউদ) হইবেন। তাঁহার জন্মের পূর্বে এক 'মেহমান পুত্রের' জন্ম গ্রহণের কথা ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হইয়াছিল। তদনুযায়ী তাহার মৃত্যুর পরে পরেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। অপর এক এলহামে মুসলেহ মওউদের আর একটি নাম 'ফজলে উমর' রাখা হইয়াছিল, তদনুযায়ী

তিনি ২৫ বৎসর বয়সে জামাত কর্তৃক মসীহ মওউদের দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত হন। তেমনিভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে বর্ণিত অপরাপর সকল অসাধারণ গুণে তিনি গুণান্বিত হন এবং প্রতিশ্রুত সকল কার্য ও ঘটনা তাঁহার ৭৬ বৎসর স্থায়ী জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সাধিত ও সংঘটিত হয়।

সুদীর্ঘ ৫২ বৎসর ব্যাপী তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্বপুর্ণ খেলাফতকালে আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বিস্তার লাভ করে। বিভিন্ন ভাষায় কুরআন করীমের তরজমা ও তফসীর প্রকাশিত হয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকা এবং দ্বীপপুঞ্জে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মসজিদ, প্রচারকেন্দ্র, স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল এবং নও-মুসলিমগণের বিপুল সংখ্যক জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার সুবিখ্যাত তফসীরে কবীর ও ২৫০ খানা গ্রন্থ এবং অসংখ্য খোৎবা-বক্তৃতা-ভাষণের মাধ্যমে তিনি মানবজীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্র ও সমস্যার সমাধানে বিশদ ও অতুলনীয় আলোকপাত করিয়া তাঁহার অসাধারণ মেধা ও বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেন এবং কুরআন, হাদিস ও ঐশীজ্ঞানের আলোকে দ্বীনে ইসলামের মর্যাদা এবং কোরআন শরীফের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া যান। তিনি আল্লাহ্তায়ালার অসাধারণ সাহায্য-প্রাপ্ত বিশেষ প্রিয় বান্দা ছিলেন। তাঁহার খেলাফতকালে জামাতকে দুর্বল বা উৎখাৎ করার উদ্দেশ্যে বিরুদ্ধবাদীদগের প্রবাহিত ঝড়-তুফান দেখিতে দেখিত বিলিন হইয়া গিয়াছে, এবং জামাত তাঁহার আসমানী নেতৃত্বাধীন ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিয়াছে। তিনি খেলাফতের নিযামকে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে মজবুত করিয়া যান। ইসলামের প্রতিশ্রুত বিশ্ববিজয়ের পথে তাঁহার প্রতিটি উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা অতি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখে। সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উহাদের বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা সম্ভব নয়।

হযরত মোসলেহ্ মওউদ (রাঃ)-এর দাবীর ঘোষণা ও কুরআন শরীফের তফসীর এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর ফজিলত বর্ণনায় তাঁহার কতিপয় চ্যালেঞ্জ নিম্নে দেওয়া গেল।

—আহমদ সাদেক মাহমুদ

মোসলেহ মওউদ হওয়ার ঘোষণা
ও কতিপয় চ্যালেঞ্জ

হযরত মির্যা বশিরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসিহ সানী (রাজীঃ) ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ইং তারিখে হুশিয়ারপুরের ঐতিহাসিক জন-সভায় জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করেন :—"আমি খোদাতায়াতার আদেশ অনুযায়ী হলফ করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, খোদাতায়ালা আমাকে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁহার ঐ প্রতিশ্রুত পুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যাঁহার দ্বারা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর নাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিবে।" (আল-ফজল ২/৪/৪৪ইং।)

(বাকী অংশ ২৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ওক্‌ফে জদীদের নব বর্ষের ঘোষণা

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

রাবওয়া, ১৩ই জানুয়ারী (সুলাহ) হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) আজ জুমার খোৎবায় তাহরীক ওক্‌ফে জদীদের নব বর্ষের সূচনা ঘোষণা করেন।

হুজুর বলেন : মানুষ একমাত্র সেই অস্তিত্বের উপরই সঠিক অর্থে এবং পূর্ণ এতমীনান ও স্বস্তির সহিত তওক্কল ও নির্ভর করিতে পারে, যিনি 'আযীয' ও 'রহীম'-ও বটে, অর্থাৎ প্রত্যেক জিনিষের উপর যিনি পূর্ণ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা রাখেন, এবং তাঁহার মহা কুদরতের দ্বারা, তিনি তাঁহার বান্দাগণের প্রতি বার বার দয়াও প্রদর্শন করেন। মানুষ তাহার দুর্বলতার জন্য এতদ্বিষয়ে মুখাপেক্ষী যে, সে যেন বারংবার তোওবা এবং ইস্তেগফারের দ্বারা তাহার রবের দিকে ঝুকিতে থাকে এবং তাহা যেন কেবল মৌখিক না হয় বরং আমল ও কার্যকারীরূপে হয়। অর্থাৎ কোরআন করীম যে সকল হুকুম-আদেশ প্রদান করিয়াছে, আমাদের আমল ও ব্যবহারিক জীবন যেন তদোনুযায়ী নিরূপিত হয়। যেমন, আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন—

ومما رزقناهم ينفقون

(অর্থাৎ যাহা কিছু আমরা তাহাদিগকে দান করিয়াছি তাহা হইতে তাহারা আল্লাহর পথে ব্যায় করে)। ইহাতে ধন-সম্পদ এবং সময়ও আল্লাহর পথে ব্যায় করা বুঝায়। এবং এ সম্পর্কে রসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লামের সাহাবার মহান আদর্শ ও নমুনা আমাদের দৃষ্টির সামনে থাকা উচিত।

হুজুর বলেন : আমাদের জামাতে যতগুলি তাহরীক করা হয়, সেই সব গুলিরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, আল্লাহতায়ালার মা'রেফত (জ্ঞান-তত্ব ও সাক্ষাৎ পরিচয়) লাভ করা এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব জগতে প্রতিষ্ঠিত করা। এই সকল তাহরীকের মধ্যে ওকফে জদীদও অন্যতম, যাহার নব বর্ষের আজ আমি ঘোষণা করিতেছি। এই তাহরীকের বুনিয়াদী উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের জামাতে যেন প্রত্যেক স্থানে এরূপ মুয়াল্লেম নিয়োজিত থাকে, যাহারা মানবজীবনের দৈনন্দিন বিষয়ে কুরআন করীমের আহকাম মানুষকে জানায় এবং তাহাদের তরবিয়ত করে।

(অবশিষ্টাংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পবিত্র ভাষণ

সাইয়েদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)

"প্রকৃত ইজ্জত ও সম্ভ্রম প্রাপ্তির উপায় হইল কুরআন করীম, যাহা আমাদিগকে আল্লাহতায়ালার সন্তোষ ও রেযামন্দী লাভের উপযোগী করিয়া তুলে।"

"দুনিয়ার সমস্ত ইজ্জত ও সম্ভ্রম একত্রিত ও পুঞ্জীভূত হইয়াও আল্লাহতায়ালার প্রীতির একটি মাত্র জালওয়ার মোকাবেলা করিতে পারে না।"

"প্রত্যেক আহমদী পুরুষ ও স্ত্রীলোকের কর্তব্য সে যেন কুরআন করীমের যাবতীয় আদেশ-আহকাম পালনে চেষ্টিত হয়।"

[হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং রবওয়ায় অনুষ্ঠিত আহমদী মহিলাগণের সালানা জলসায় এক তত্বপূর্ণ ঈমানউদ্দীপক ভাষণ দান করেন। সংক্ষিপ্তাকারে উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেওয়া গেল :]

তাশাহুদ ও তায়াউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন :

যে সকল বক্তৃতা পুরুষদের জলসাগাহে করা হয়, উহাদের মধ্য হইতে কতকগুলি লাউড-স্পীকারের মাধ্যমে এখানেও শুনা হয়। সুতরাং আমার উদ্বোধনী বক্তৃতাও আপনারা শুনিয়া থাকিবেন এবং আজ ও আগামীকাল আমার যে সকল বক্তৃতা হইবে তাহাও, এবং কতক অন্যান্যদের বক্তৃতাও এখানে শুনিতে পারিবেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে (খেলাফতের মর্যাদায়—অনুবাদক) যে সকল বক্তব্য জামাতের সামনে রাখিতে চাই, তাহা পুরুষদের জলসাগাহ হইতেও আপনাদের কানে পৌঁছিয়া যাইবে। সে জন্য পৃথকভাবে যদিও আপনাদের মধ্যে ভাষণ দানের কোনই প্রয়োজন নাই, তথাপি আজ আমি কতকগুলি কথা সংক্ষেপে আপনাদিগকে বলিতে চাই। তারপর আমরা আল্লাহতায়ালার নিকট বিনীতভাবে দোওয়া করিব এবং তাঁহার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিব।

হুজুর বলেন : আল্লাহতায়ালা কুরআন করীমে বলিয়াছেন :

انك على صراط مستقيم ○ وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلون ○ (الزخرف : ٤٤-٤٥)

দুইটি সংক্ষিপ্ত আয়াত ইহাদের মধ্যে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, কুরআন করীম সরল পথ ও হেদায়েতের পন্থা এবং আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের উপায়ের দিকে আমাদের পথপ্রদর্শন করিয়াছে। যেহেতু কুরআন করীম আমাদেরই কল্যাণ ও ভালাই-এর জন্য নাযেল করা হইয়াছে, সেজন্য আমরা যদি ইহার উপর আমল করি, তাহা হইলে ইহা কাহারো উপর এহসান করা হইবে না বরং ইহা আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সন্তানদের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই করিব। আল্লাহ-তায়ালা কুরআন করীম আকারে যে ওহী নাযেল করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত পবিত্র এবং পূর্ণ হেদায়েত ও নির্দেশাবলী সম্বলিত কিতাব। এতদ্বারা আমাদিগকে এত উচ্চাঙ্গীন ও পূর্ণতম শরিয়ত দান করা হইয়াছে যে, পূর্ববর্তী সকল শরিয়তের ইহাতেই পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। আল্লাহতায়ালা বলেন যে, তোমরা ইহাকে মজবুতির সহিত ধারণ কর এবং ইহা হইতে বিন্দু মাত্র এদিক-ওদিক সরিও না। ইহার মধ্যে প্রত্যেক সেই পথ বিদ্যমান রহিয়াছে যাহা আমাদিগকে খোদাতায়ালা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয় এবং ইহা মানুষের ইজ্জত, সৌভাগ্য ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকারী।

হুজুর বলেন যে, প্রত্যেক ব্যক্তি স্বভাবতঃ সম্মানজনক জীবনের প্রত্যাশী। দুনিয়াতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন কোন মায়ের এই আকাঙ্খা হইয়া থাকে যে তাহার সন্তান যেন বড় হইয়া দারোগা হইতে পারে। অন্য কথায়, তাহার নিকট দারোগা হওয়াই যেন সম্মান প্রাপ্তির চরম পর্যায়। কোন কোন মাতা তদোপেক্ষা অগ্রসর হইয়া তাহার সন্তানের জন্য ডেপুটি কমিশনার বা সেনাবাহিনীতে কেপটেন ইত্যাদি হওয়ার জন্য দোওয়া করে। কিন্তু আমাদের খোদা বলেন যে, এই সকল দুনিয়াবী ইজ্জত, যাহা দুনাবী পথেই লাভ করা যাইতে পারে, প্রকৃতপক্ষে কোনই ইজ্জত নয়; কোনই মূল্য রাখে না দুনিয়ার ইতিহাস আমাদিগকে জানায় যে বড় বড় দুনিয়াবী সম্মান-সম্ভ্রমের অধিকারী ব্যক্তিরা পরিশেষে লাঞ্ছিত, ব্যর্থ ও বিফল মনরথ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এককালে মিসরের ফেরআউনদের কতই না সম্ভ্রম ও প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাহারা অহংকারে ঘাড় মটকাইতে থাকিত। তাহারা মনে করিত যে, জগৎ জোড়া যাবতীয় ভাণ্ডার তাহাদের কুক্ষিগত। (মুসা আঃ-এর যুগের) ফেরআউনও তাহাদের অন্যতম ছিল। খোদাতায়ালার বিনীত আজেয বান্দা হযরত মুসা (আঃ) তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, দেখ, নিজের শক্তির অহমিকায় বনি ইসরাইলের উপর জুলুম ও অত্যাচার করিও না অন্যথায় সকল প্রকার মহা শক্তি ও পরাক্রমের অধিকারী খোদাতায়ালা তোমাকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু সে বলিল; কোন্ খোদা আমাকে শাস্তি দিবেন। সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম 'রব' তো আমি নিজেই। যখন তাহার জুলুম সীমা

ছড়াইয়া গেল, তখন খোদাতায়ালা তাঁহার মজলুম ও বিনীত বান্দাদিগের সাহায্যার্থে আগাইয়া আসিলেন। সমুদ্র তাহাদিগকে পথ করিয়া দিল। ফেরআউন এবং তাহার সাঙ্গ-পাঙ্গ উহাতে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংশপ্রাপ্ত হইল। হযরত আদম (আঃ) হইতে আজ পর্যন্ত এবং বিশেষতঃ রসুল আকরাম (সাঃ)-এর আবির্ভাবের পর দুনিয়া আল্লাহতায়ালার কুদরত ও পরাক্রমের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এ যাবতীয় দৃষ্টান্ত হইতে প্রতীয়মান হয় যে দুনিয়ার ইজ্জত ও প্রভাব-প্রতিপত্তি কোনই মূল্য ও মর্যাদা রাখে না। প্রকৃত ইজ্জত ও সম্ভ্রমের অধিপতি একমাত্র আমাদের খোদাতায়ালা। সে ব্যক্তিই সম্মানিত, যে খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে সর্ম্মানিত বলিয়া নিরূপিত হয়। খোদাতায়ালা এই আয়াতগুলিতে বলিয়াছেন যে, কুরআন রূপে যে ওহী রসুল আকরাম (সাঃ)-এর উপর নাযেল করা হইয়াছে, উহাই মানুষের নিটক প্রকৃত সম্মান ও মর্যাদার উপায়-উপকরণ বহণ করিয়া আসিয়াছে। এই দুনিয়া এবং ইহার ইজ্জতসমূহ তো অত্যন্ত বেওফা—অবিশ্বাসযোগ্য। ইহারা কাহারও সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করে নাই। ইহারা কখনও প্রকৃত ইজ্জত দান করিতে পারে না। কেবল কুরআনী ওহীর উপর আমল করিলেই প্রকৃত ইজ্জত ও মর্যাদা লাভ করা যায়।

হুজুর বলেন যে, প্রত্যেক আহ্‌মদী পুরুষ ও প্রত্যেক আহ্‌মদী মহিলা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহারা কুরআনী ওহীকে মজবুতির সহিত আঁকড়াইয়া ধরিবেন না এবং উহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের যে সকল পথের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে সেগুলির উপর পরিচালিত হইবেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইজ্জত ও সম্ভ্রম দানের এলাহী ওয়াদ সমুহ পূর্ণ হইতে পারে না। যে সকল বিষয় বর্জনের আদেশ আল্লাহতায়ালা দান করিয়াছেন (যেগুলিকে কুরআনের পরিভাষায় نواهی 'নওয়াহী' বলা হয়) যদি আমরা সেগুলিকে বর্জন করিতে পারি, এবং যে আওয়ামের বা আদেশাবলী পালনের তিনি নির্দেশ দান করিয়াছেন, যদি সেগুলির উপর আমল করি, তাহা হইলে আমরা খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে ইজ্জত ও মর্যাদা লাভকারী হইব। সেই জন্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) বলিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিনে কুরআন করীমই তোমাদের জন্য বিচারক হইবে। উহা তোমাদের হিসাব গ্রহণ করিবে যে কতখানি তোমরা উহার আদেশ পালন করিয়াছ এবং কতখানি উহার নিষেধাবলী হইতে বিরত রহিয়াছ। সুতরাং আমাদের সকলের সদা ভীতির সহিত জীবনের দিনগুলি অতিবাহিত করা উচিত এবং আল্লাহতায়ালার প্রীতি লাভের ব্যগ্রতা ও উদ্দীপনা আমাদেরর হৃদয়ে সৃষ্টি করা উচিত। তারপর আমাদের

সন্তানদের হৃদয়েও একথা প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া দরকার যে, সমগ্র জগতের যাবতীয় ইজ্জত ও সম্ভ্রম একত্রিত ও পুঞ্জীভূত হইয়াও আল্লাহতায়ালার প্রীতির একটি মাত্র ঝলকেরও মোকাবেলা করিতে পারে না। কুরআন করীম সেই পর্যায়ের ইজ্জত ও মর্যাদা দানের ওয়াদা করিয়াছে, যাহা আমাদিগকে জমীন হইতে উঠাইয়া সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। খোদা করুন, আপনারা সকলই যেন কুরআন করীমের সমস্ত হুকুম পালনকারী হন এবং ইজ্জত ও সম্মানের যে মোকাম ও মর্যাদার ওয়াদা আল্লাহতায়ালা কুরআন মজীদের এই আয়াতগুলিতে আমাদিগকে দান করিয়াছেন, আমাদের সকল পুরুষ ও মহিলা যেন সেই মোকাম লাভ করিতে পারেন।

খোদাতায়ালা আমাদের গোনাহ্ ক্ষমা করুন। আমাদের দুর্বলতা সমূহ ঢাকিয়া দিন এবং আপন রহমানিয়ত ও রহিময়তের জালওয়া সমূহ দেখাইয়া আমাদিগকে ইহজীবনেই তাঁহার কুর্ব ও নৈকট্যের মোকাম দান করুন এবং মৃত্যুর পরও তাঁহার সন্তোষ ও রেযামন্দির জান্নাত সমূহ লাভ করার সৌভাগ্য প্রদান করুন। আমীন।

অনুবাদ : মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

ওকফে জদীদের অবশিষ্টাংশ

(১৬ পৃঃ পর)

হুজুর বলেন : ওকফে জদীদের মুয়াল্লেম সমীচীন সংখ্যায় আমরা পাইতেছি না। আমাদের বহু সংখ্যক মুখলেস আহমদী মুয়াল্লেম পাওয়া দরকার, যাহাদের হৃদয়ে কুরআনী আহ্কাম অনুযায়ী আমল করার এবং আমল করাইবার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ-উদ্দীপনা বিরাজ করে। তারপর, এই সকল মুয়াল্লেমের খরচ-পত্র পূরণের জন্য আমাদিগকে চাঁদাও দিতে হইবে। এই চাঁদার একাংশ আমি আহামদী বালক-বালিকাদের তরবিয়তের উদ্দেশ্যে তাহাদের জিম্মায় ন্যাস্ত করিয়াছি। আমি চাই, কোন আহমদী বালক ও বালিকা যেন এরূপ না থাকে, যে স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সহকারে সেচ্ছায় তাহার পকেট-খরচ হইতে কিছু না কিছু বাঁচাইয়া উক্ত তাহরীকে পেশ করে না। তাহাদের ব্যতীত বড়দেরও নিজ নিজ সামর্থ্য ও সঙ্গিত অনুযায়ী ওকফে জদীদের চাঁদায় নিশ্চয় অংশগ্রহণ করা উচিত।

আমি দোওয়া করি, আল্লাহতায়ালা যেন আপনাদের ধন-সম্পদে বিপুল বরকত দান করেন, আপনাদের কুরবানীসমুহ কবুল করেন এবং আপনাদিগকে তাঁহার ফজল ও রহমত-রাজীর উত্তরাধিকারী করেন। আমীন। (আল-ফজল, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৮ ইং)

অনুবাদ :—আহমদ সাদেক মাহমুদ

১৯৭৭ সালের কাদিয়ানের জলসা

—মাকসুদা রহমান

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) আহমদীগণের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা যেন সাধ্যমত বাৎসরিক জলসায় যোগদান করে। এ ব্যাপারে তিনি হাদিসের কথা আলোকপাত করেছেন, যেমন—যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে সফরে বের হয়, আল্লাহতায়ালা স্বয়ং তার গৃহের হেফাজত করেন। জলসায় যোগদানের তাকিদ এজন্য করেছেন যে, এতে জামাতের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে, বিশ্বের সকল আহমদীগণের সাথে পরিচয়, মেলামেশা, ভাব-বিনিময় ও চিন্তাধারার আদান-প্রদানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে, একের প্রতি অন্যের আন্তরিকতা, সহানুভূতি এবং ভালবাসা সৃষ্টি হবে। এভাবে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনের মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্ব কায়েম হবে। আহমদীয়া জামাতে সালানা বা বাৎসরিক জলসার ব্যবস্থা এক বিশেষ ফলপ্রসূ মাধ্যম যাহা ক্রমাগত প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক নিয়মনুবর্তিতা দ্বারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের একতা ও তৌহিদ কায়েম করতে চলেছে। বর্তমান বিশ্বে এহেন নযীর বিরল।

আহমদীয়া জামাতে এ জলসার ব্যবস্থা দীর্ঘ ৮৬ বৎসর যাবৎ কায়েম আছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এ ব্যবস্থা প্রথমে কাদিয়ানে কায়েম করেন। আহমদীয়াত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করলে সে সকল দেশেও জলসার ব্যবস্থা কায়েম করা হয়। কাদিয়ানের জলসার যে গুরুত্ব তা জলসায় যোগদান না করলে উপলব্ধি করা যায় না। এখানে হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর সকল স্মৃতি বিদ্যমান। বেহেস্তি মগবেরায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পবিত্র কবর-সহ খলিফা আউয়াল (রঃ) ও বহু সাহেবী ও বুজুর্গদের কবর সুন্দর ভাবে ও যত্ন সহকারে রক্ষিত আছে। সেখানে গেলে মনের যে কি অবস্থা হয় তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। মিনারাতুল মসিহ, খলিফা আউয়াল ও খলিফা সানী(রাঃ)-এর বাসস্থান, মসজিদে মোবারক, মসজিদে আকসা, বায়তুদ-দোয়া ও বায়তুল-ফিকর এ সবকিছুই জ্বলন্ত নক্ষত্রের ন্যায় বিদ্যমান।

১৯৭৭ সালের ১৮, ১৯ ও ২০ শে ডিসেম্বর কাদিয়ানের জলসা সালানা অনুষ্ঠিত হয়। খাকসারের বহুদিনের আকাংখা ছিল জলসায় যোগদান করতে—কিন্তু সুযোগ হয়ে উঠে নাই। এবার জলসায় যোগদানের জন্য প্রতিজ্ঞা করে চেষ্টা ও দোয়া একত্রে চালাই। উহার ফলস্বরূপ বুঝতে পারি, আল্লাহতায়ালা যেন হাত ধরে আমাকে কাদিয়ানে পৌঁছিয়ে দেন।

এখন ভাবতেও অবাক লাগে যে কিভাবে কাদিয়ান জলসায় যোগদানের সফর এত সুন্দর ও সার্থক ভাবে সফল হলো। কেননা যাত্রাকালে ঢাকা থেকে আমি ছিলাম সম্পূর্ণ একা। কলকাতা পৌঁছে বহু মহিলা সাথী পেলাম, সেখান থেকে ৭/১৫ দিন আগে যে টিকেট (ট্রেনের) কাটতে হয় তা কয়েক ঘণ্টা আগে পেয়ে গেলাম। ট্রেনে পেলাম বহু আহমদী ভাই ও বোন, আরো পেলাম দীর্ঘ সফর কালে তবলীগের সহজ ও সার্থক সুযোগ। মহিলা যাত্রীগণ খুব আগ্রহ সহকারে আমাদের যাত্রার উদ্দেশ্য, ইসলামে আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কথা, তাদের বর্তমান কার্যক্রমের কথা শুনেছিলেন। তারা এতে মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং আহমদীয়াতের প্রশংসা করেছিলেন। এ সফর ছিল আমার জন্য সম্পূর্ণ নূতন, এবং খুবই ফলপ্রসূ। প্রথম সফর হিসাবে অসুবিধা বা অস্বস্তি তো দূরের কথা, এক নতুন আনন্দ ও প্রেরণা পেলাম, যা এর পূর্বে আর কখনো পাই নাই। বেশুমার আহমদী ভাই ও বোনেরা ছিলেন সফরে সহযাত্রী, কাজেই তা ছিলো সম্পূর্ণ এক আধ্যাত্মিক সফর। এর উপলব্ধিও ছিল ভিন্নরূপী।

ট্রেন অমৃতসরে পৌঁছিলে ৩৬ মাইল দূর কাদিয়ান হতে আগত খোদ্দাম ও আতফালগণ না'রা তকবীর ও আহমদীয়াত জিন্দাবাদ শ্লোগানে ষ্টেশন মুখরিত করে তোলেন। তারা এসেছেন জলসার আগত মেহমানদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে। ট্রেন আসলে আমাদের কিছুই করতে হলো না। খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণ আমাদের মালপত্র নামিয়ে কাদিয়ানের জন্য অপেক্ষমান ট্রেনে তুলে দিলেন, কাদিয়ানের টিকেট কেটে দিলেন—সে এক চমৎকার ব্যবস্থা। কাদিয়ানের ট্রেন চেপে দেখি সকল যাত্রীই আহমদী, অনেকেই সপরিবারে যাচ্ছেন জলসায়। পাঞ্জাব মেইলে করে বহু মেহমান আরো আগে অমৃতসরে পৌঁছেছেন, এখন সবাই একত্রে কাদিয়ান যাচ্ছি। সবার সাথে পরিচয় হলো, তারা আমাদের পেয়ে খুশী হলেন। বাংলাদেশ থেকে মহিলা ছিলাম আমরা তিনজন—বেগম আয়শা আজিম সাহেবা, তাঁর কন্যা মিসেস সাবিহা আমজাদ সাহেবা এবং খাকসার। ভারতবর্ষের যে সকল অঞ্চল ও প্রদেশের মেহমানরা ছিলেন তা হলো বিহার, উড়িষ্যা, ভাগলপুর, কটক, শাহজাহানপুর ও কলকাতা। অমৃতসর হতে ট্রেন ছাড়বার পূর্ব মুহূর্তে পূর্ব পাঞ্জাবের কয়েকজন মহিলা যাত্রী আমাদের সাথে এসে বসলেন। তারা সবই ছিলেন গাঁয়ের আহমদী। বাংলাদেশী বলে আমাদের প্রতি তাদের কৌতূহল ছিল। সহজই পরিচয় বিনিময়ের মাধ্যমে আলাপ জমে উঠে। তাদেরকে জলসায় যোগদানের আমন্ত্রণ জানাই। তারা খুশি হয়েছিলেন আমন্ত্রণ পেয়ে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা নিজ নিজ গন্তব্য-স্থানে নেমে যান। আমাদের সহযাত্রী একজন

মহিলা ছিলেন কাদিয়ান ষ্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী, তিনি তার কাজ শেষ করে অমৃতসর হতে নিজ গন্তব্যস্থল কাদিয়ানে ফিরেছেন? তাকে কাদিয়ানের বাসিন্দা জেনে জলসায় যোগদান করতে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাই। তিনি আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

কাদিয়ান পৌঁছানোর প্রায় দুই মাইল পূর্বেই মিনারাতুল মসীহ দেখে খুশীর আবেগে কেঁদে ফেলি; আমরা কাদিয়ান এসে গেছি। কাদিয়ান পৌঁছানোর যে কি আনন্দ তা এক ভিন্ন উপলব্ধি। মিনার দেখেই দোওয়া ও আল্লাহর নিকট মোনাজাত করি যে, সাচ্চা মসীহর প্রমাণ নিয়ে এই মিনার দণ্ডায়মান, আল্লাহতায়ালা যেন সেই মসীহর প্রতিষ্ঠিত আহামদীয়া জামাতের বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করেন (আমীন)। ট্রেন কাদিয়ান ষ্টেশনে থামতে না থামতেই না'রা-তকবীর ও আহমদীয়াত জিন্দাবাদ শ্লোগানের ঝংকারে ষ্টেশন ঝংকৃত হয়ে উঠে, সে আর এক মধুর দৃশ্য। ট্রেন থামলে দেখতে দেখতে ট্রেনের সকল মালপত্র খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণ তাদের দায়িত্বে নামিয়ে নিলেন। ট্রেন হতে ষ্টেশনে আহমদী ভাইগণ নামলে দেখা গেল কোলাকোলির হিড়িকে ষ্টেশনটি 'ঈদগাহে' পরিণত হয়েছে। ষ্টেশনে জায়গার সঙ্কুলান হচ্ছিলো না। খুশীর বন্যায় যেন সব ভেঙ্গে চলেছে। আহমদী ভাইয়ের প্রতি আর এক আহমদী ভাইয়ের ভালবাসার জ্বলন্ত নজীর এই ষ্টেশনে দেখলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে মোটর গাড়ী, জীপ ও টাঙ্গা যোগে যাত্রীদেরকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো শুরু হলো। সবাই ছিল খুবই উৎফুল্ল। এমনি ভাবে ১৫-১১-৭৭ইং তারিখে মাগরীবের সময় আমরা গন্তব্যস্থলে পৌঁছি। আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় নিরাপদে পৌঁছানোর জন্য বায়তুদ্-দোয়ায় শুকরানা নামায আদায় করি।

কাদিয়ানের আহমদী মহল্লাটিতে প্রাচুর্যের কিছুই নাই, ঘর বাড়ী অতি সাধারণ। আড়ম্বরহীন মসাজদ, মাদ্রাসা ও স্কুল বিদ্যমান। অথচ এখান হতে কোরআন, হাদীসের শিক্ষায় শিক্ষিত ইসলামের খেদমতগার হিসাবে বহু আদর্শ দরবেশ তৈরী হচ্ছেন। তাঁরা জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে ইসলামের সেবায় নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এই কাদিয়ানেরই গুরুত্ব আজ কত অধিক, যেখান থেকে যুগের মসীহ অধঃপতিত মুসলমান ও মৃতপ্রায় ইসলামকে নূতন জীবন দানের জন্য পৃথিবীর সকল মুসলমানদেরকে আহ্বান জানিয়েছেন, ইসলামের আসল রূপকে তুলে ধরতে জীবনব্যাপী চেষ্টা ও সাধনা করেছেন, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ইসলামের সুধা পান করতে মানুষকে অমর জীবন লাভের পথ দেখিয়েছেন। যে আলোর শিখা তিনি প্রজ্জ্বলিত করেছেন সে আলোক ছটা আজ সুদূর ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাই জলসা উপলক্ষে সে সকল স্থানের আহমদী মুসলমানগণ পাগলের মত ছুটে আসে নিরাড়ম্বর কাদীয়ানে, যেখানকার বদৌলতে তারা পেয়েছেন অমৃত জীবন-সুধা তথা ইসলামের মহাবাণী।

১৮ই ডিসেম্বর যথারীতি সকাল ১০ ঘটিকায় জলসা শুরু হয়। মেহমানগণ জলসা শুরুর পূর্ব হতেই জলসা গাহে এসে জমায়েত হন। কাদীয়ানের জলসা প্রাচুর্যময় না হতে পারে, কিন্তু তা আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ। জলসার এমন সুন্দর ব্যবস্থা, বাস্তবিক পক্ষে আদর্শ স্থানীয়! মহিলাদের জলসাগাহ বিরাট বড়। মাঠে সাধারণ বিচালি বিছানো হয়েছে, তাতেই কত তৃপ্তি, কত মাধুর্য্য আর শান্তি বিরাজমান। এত মহিলা শ্রোতার সমাবেশ অথচ কোন গণ্ডগোল নাই। সবাই যেন বক্তাদের বক্তৃতাগুলি নিজ নিজ মনে গেথে নিচ্ছেন। ১৯ শে ডিসেম্বর অর্থাৎ দ্বিতীয় দিন মহিলাদের জন্য আলাদা জলসার ব্যবস্থা ছিল সকাল ১০টা হতে বেলা ১ টা এবং বিকাল ২ টা হতে বেলা ৪-৩০মিঃ পর্যন্ত। এই দুই অধিবেশনে জলসা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

প্রথম অধিবেশনে বহিরাগত মেহমান বোনদেরকে বক্তব্য পেশ করতে আমন্ত্রন জানানো হয়। এবারের জলসায় মহিলাদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক দু'হাজারের অধিক ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ ব্যতীত জার্মান, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফিজি, মরিসাস, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি স্থান হতে আহমদীয়া বোনেরা এসেছিলেন। আমেরিকা, ফিজি, ইন্দোনেশিয়া, জার্মান হতে আগত আহমদী বোনেরাও বোরখা ব্যবহার করেন। পর্দায় যে নজীর তারা দেখিয়েছেন তা অনুসরণযোগ্য। কেননা যে দেশে পর্দ্দার ব্যবস্থা মোটেই চলে না সেখানকার মহিলাগণ কিভাবে বোরখা পরিধান করতে শিখলেন, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আহামদীয়াতের বদৌলতে তাঁরা পর্দা ব্যবস্থাকে কায়েম করতে চলেছেন। এমন সুন্দর আদর্শ আর কি হতে পারে! আরো মুগ্ধ হই যখন তাঁদের ইংরেজীতে বক্তব্য পেশ করার পূর্বে আরবীতে কলেমা ও কোরআনের আয়াত পাঠ শুনে। কত কষ্ট করে তাঁরা তা আয়ত্ব করেছেন তা শুনলেই উপলব্ধি করা যায়। আমেরিকার লাজনার সদর সাহেবা তাঁর বক্তব্যের এক অংশে বলেন যে--তাঁরা কাদীয়ানে শিখতে এসেছেন, শিখাতে আসেন নাই। মসীহর শিক্ষার যে নজীর তাঁরা কাদিয়ানে দেখেছেন তাতে তাঁরা ধন্য ও গর্বিত। এ শিক্ষাকে তাঁরা আদর্শ করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, ইনশাল্লাহ।

বাংলাদেশের তরফ থেকে আমি বক্তব্য পেশ করার সৌভাগ্য লাভ করি। বক্তব্যের বিষয় মোটামুটি ছিল নিম্নরূপ: বাংলাদেশে এক বড় আহমদীয়া জামাত কায়েম আছে, প্রায় সকল জিলায় আহমদীয়া জামাত বিদ্যমান। এখানকার লাজনা সংগঠনও তেমনি ভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের কেন্দ্র হলো ঢাকা। যে-সকল স্থানে লাজনা সংগঠন কায়েম

আছে, তা হলো ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, দিনাজপুর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, নাটোর, রংপুর, মুন্সিগঞ্জ তারুয়া ও ময়মনসিংহ। লাজনার বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। লাজনার আওতায় নাসেরাতের সংগঠন কায়েম আছে। পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের যোগাযোগ বিছিন্ন হলেও জামাত বিচ্ছিন্ন হয় নাই। আল্লাহ্‌র ফজলে কাজ সঠিকভাবে চলেছে। এখানকার মুরব্বীগণ (মোবাল্লেগীন) কাদীয়ান ও রাবওয়াতে শিক্ষা-প্রাপ্ত। আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহতায়ালা যেন আমাদেরকে খেদমত করতে বেশী বেশী তৌফিক দেন, বাংলার জামাত যেন প্রসার লাভ করে এবং শক্তিশালী হয় এবং আমরা সব সময় আপনাদের সাথে যোগা-যোগ রক্ষা করে চলতে পারি। আমীন।

আমেরিকা, লণ্ডন, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, ফিজি ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আহমদী বোনদের সাথে আলাপ আলোচনা হয়। তাঁরা বাংলাদেশের জামাত সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে খুশী হন। ঢাকায় একটি শানদার মসজিদ তৈরী হচ্ছে এ কথা তাঁদের বলি। ঢাকার আসন্ন জলসায় যোগদানের জন্য তাঁদেরকে দাওয়াৎ দেই। তাঁরা বলেন, বাংলার আহমদীয়া জামাত যখন কায়েম আছে তখন একদিন না একদিন আমরা যাবোই। তাঁরা যে হামদরদী ও ভালবাসার নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন তার তুলনা হয় না। আমাকে তাঁরা তাঁদের ঠিকানা লিখে দিয়েছেন চিঠি লেখার জন্য, আমিও আমার ঠিকানা লিখে দিয়েছি। ইন্দোনেশিয়ার এক বোন আমাদের ফটো তুলে নিয়েছেন। আমরা ৩জন বাঙালী বোরখা পরিহিত অবস্থায় ফটো তুলেছি।

কাদিয়ানের ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের স্ত্রী আমাদের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলেন। অধি-বেশনের ২য় ও ৩য় দিনে তিনি তাঁর এক আত্মীয় সহ উপস্থিত ছিলেন। কাদিয়ানবাসী ভারতের লাজনার সদর সাহেবা সাহেবজাদা মীর্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেবের স্ত্রীর সাথে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেই। জলসা শুনে তিনি মন্তব্য করেন যে, আলোচিত বিষয়গুলি বাস্তব-পক্ষে খুবই শিক্ষামূলক।

যতদিন কাদিয়ানে ছিলাম আল্লাহতায়ালার অশেষ কৃপায় বা-জামাত তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছি। সে আর এক নূতন অভিজ্ঞতা। আল্লাহতায়ালার নিকট জামাতে কান্নার এক অতি মনোরম নিদর্শন এ কান্নায় যে কত সুখ আর শান্তি তা যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই বুঝতে পেরেছেন।

কাদিয়ানের আহমদী মহল্লার রাস্তাঘাট পাকা নয়, কেবল ইট বিছানো, বেশীর ভাগ রাস্তাই কাঁচা (মাটির)। কিন্তু সেগুলি পরিস্কার, পরিচ্ছন্ন। এত লোকের সমাগম, তবু কোন ময়লা বা কোন নিয়মের ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। জলসার দিনগুলিতে

বেলা ১টা হতে ২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা বিরতির সময় বা-জামাত জোহর ও আসরের নামাজ মসজিদে মোবারকে পড়া হতো, এর মধ্যে মেহমানের খাওয়া-দাওয়াও শেষ হতো। জলসা বিকাল পৌণে পাঁচটায় শেষ হলে বা-জামাত মাগ'রিব ও এশার নামাজ পড়া হলে পর মসজিদে মোবারকে দোওয়ার এলান, হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌র রেকর্ড করা বক্তব্য বাজিয়ে শোনানো এবং বিভিন্ন প্রয়োজনীয় এলান এবং বহিরাগত মেহমানদের পরিচয় ও সাক্ষাৎকার ইত্যাদি ব্যবস্থা ছিল। মেহমানদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কোন ত্রুটি বা ব্যতিক্রম দেখি নাই। বিভিন্ন দেশ হতে আগত মেহমানদের উপযুক্ত মর্যাদায় খাওয়ানোর কাজ করেছেন সেখানকার স্কুলের ছাত্র খোদ্দাম ও আতফাল ভাইগণ। তাদের খেদমতে কোন ত্রুটি ছিল না। বাবুর্চীখানা হতে কখন তারা খাবার নিয়ে ঠিক ঠিক স্থানে যথা সময়ে পৌঁছিয়ে দিতেন, আর এত লোক ঠিক সময় মত খেয়ে নিতেন তা দেখা যেত না কিন্তু উপলব্ধি করা যেত যে সব ঠিক মতোই চলছে। কোন চেঁচামেচি, কোন গণ্ডগোল কোন ধরণের কোন অসুবিধাই দেখি নাই। আমরা বাঙ্গালী বলে রুটির সাথে ভাত দিতে কোন দিন ভুল হতো না। মসীহর শিক্ষা ও আদর্শ এমন সুন্দরভাবে এখানে বিদ্যমান এবং তার প্রতিফলন ঘটেছে যে তা দেখে মন খুশীতে ভরে যায়।

বেহেস্তি মকবেরার পরিবেশ অত্যন্ত মনোরম। বহু সুন্দর সুন্দর গোলাপ আর বিভিন্ন ফল ও ফুল গাছ এতে লাগানো হয়েছে, তা দেখে অবাক হতে হয়। যেখানে হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জানাযা হয়েছিল এবং যে স্থানটিতে তিনি মাঝে মাঝে বসে তাঁর সাহাবাকে সঙ্গে নিয়ে নাস্তা এবং আলাপ আলোচনা করতেন সে স্থানটি সুন্দরভাবে রক্ষিত আছে। অসিয়ৎকারীদের কবর নামসহ সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে।

২২শে ডিসেম্বর সকাল ৫-৩০ মিনিটে বহু আহমদী ভাই ও বোন সহ আমরা কাদিয়ান হতে রওনা হই। ষ্টেশনে পৌঁছলে ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের স্ত্রী খোঁজ করে তাঁর বাসায় নিয়ে যান। আমাদেরকে নাস্তা না করিয়ে তিনি ছাড়তে রাজী নন, তাড়াতাড়ি নাস্তার ব্যবস্থা করলেন। আমাদের সাথে পরিচিত হয়ে তিনি খুব খুশী হয়েছিলেন, কাজেই বিদায় দিতে তাঁর কষ্ট হচ্ছিলো। আহমদীয়াত সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন যে, কেবল মাত্র আহমদীদের জন্য কাদিয়ানের ষ্টেশনটি ভারত সরকার রেখেছেন। রেলওয়ের প্রধান কর্মকর্তা নাকি স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁকে বলা হয়েছে যে, কাদিয়ান পর্যন্ত ষ্টেশন কায়েম রাখতে, এর পর যেন আর দূরে ষ্টেশন সরানো না হয়।" এ স্বপ্নের মাধ্যমে ইহা পরিষ্কার বুঝা যায় যে তাযকেরা গ্রন্থে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যে কাশফ ও এল্‌হাম লিখিত আছে তা পূর্ণতা লাভ করেছে। তাতে উল্লেখ আছে যে—আল্লাহতায়ালা তাঁকে জানিয়াছেন যে, কাদিয়ান একটি শহর ও জনপদে পরিণত হবে। এবং তাঁকে কাশ্‌ফে দেখানো হয়েছে যে, কাদিয়ানে রেল এসেছে এবং ষ্টেশনের যে স্থান তাঁকে দেখানো হয়েছিল, সেখানেই হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) এর সময়ে ষ্টেশন স্থাপিত হয়। পূর্বে কাদিয়ানে পৌঁছার জন্য ১২ মাইল দূর বাটালা হতে হেঁটে বা টমটমে যাতায়াত করতে হতো। বর্তমানের কাদিয়ান আগের কাদিয়ানের

চেয়ে অনেক তফাৎ। দেশ বিভাগের পূর্বে সেখানে প্রায় ২৫ হাজার আহ্‌মদী বসবাস করতেন। এখন আহমদী মহল্লাটিতে প্রায় ২ হাজারের বেশী আহমদী (দরবেশ) স্থায়ী-ভাবে বাস করেন। সারা পূর্ব পাঞ্জাবে আর কোথাও মুসলিম জনবসতি নাই। মিনারাতুল মসীহ হতে উঠে দেখেছি কাদিয়ান শহরটি কত সুন্দর ভাবে গড়ে উঠেছে। আহমদী জমাতের এমন জ্বলন্ত নিদর্শন আর কি হতে পারে।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে এল। আমরা তাড়াতাড়ি ট্রেনে উঠে পড়ি। কাদিয়ানের আমীর সাহেবজাদা মোহতারম মীর্যা ওয়াসীম আহমদ সাহেব, কাদীয়ানের দরবেশ ভাইগণ, বহু খোদ্দাম ও আতফাল যাঁরা আমাদের সবার মালপত্রাদি নিয়ে ট্রেনে যথাস্থানে রেখেছিলেন তাঁরাও ষ্টেশনে অপেক্ষা করছিলেন আমাদেরকে বিদায় জানাতে। সে এক করুণ দৃশ্য! ট্রেন ছাড়ার পূর্বে মোহতারম মিয়া ওয়াসীম আহমদ সাহেব ইজতেমায়ী দোওয়া করান।

ষ্টেশন ছেড়ে ট্রেন চলা শুরু করলো, তখন মনটা কেমন যেন হয়ে গেল, কাদিয়ান ছেড়ে আসতে মন চাইছিল না। প্রতি জলসায় যদি এমনি করে যেতে পারতাম তবে তৃপ্তি পেতাম। বায়তুদ দোয়ায় এ প্রার্থনাই করেছি যেন আল্লাহতায়ালা জলসায় আমাকে বার বার যোগদানের তৌফিক ও সুযোগ দান করেন। আমীন।

প্রার্থনা

তোমারি দুয়ারে রহিব পরিয়া
তোমারে জপিব হে অন্তর্যামী
নিশি দিন মান শুধু তব গান
কণ্ঠে গাহিব আমি।

দাও হে শক্তি তোমার ভক্তি
হৃদয়ে থাকুক ভরি
সংসার দুঃখ হোক পরাম্মুখ
তব প্রেম বাণী স্মরি।

তুমি শুধু এসো কাছে
বিলাস বৈভব দূর হতে দূরে
পড়ে থাক সব পিছে।
মোর ধন মান সব সম্মান
তব কাছে দিনু ঢেলে
যদি চাহ রেখো ধরিয়া তাহারে
চাই যদি দিও ফেলে।।

—রাবেয়া লতিফ

(মোসলেহ মওউদ—১৫ পৃঃ পর)

১৯৪৪ইং সালের ১২ই মার্চ্চ তারিখে লাহোরে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জন-সভায় বক্তৃতা প্রদান কালে হুজুর (রাজিঃ) পুনরায় উপরোক্ত ঘোষণা করেন, এবং বলেন, "খোদাতায়ালা এই লাহোর শহরের ১৩নং টেম্পল রোডে অবস্থিত শেখ বশির আহমদ সাহেব, এডভোকেটের (পরে পাঞ্জাব হাই কোর্টের বিচারপতি—অনুবাদক) বাড়ীতে আমাকে সুসংবাদ দিয়াছেন, আমিই মোসলেহ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা পূর্ণতার লক্ষ্যস্থল এবং আমিই সেই মোসলেহ মওউদ, যাঁহার দ্বারা ইসলাম পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছিবে, এবং তৌহিদ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হইবে।" (আলফজল ১৫/৩।৪৪ইং)

১। দোওয়ার চেলেঞ্জ ঃ

হযরত মোসলেহ মওউদ (রাজিঃ)-এর যে উচ্চ পর্যায়ের সম্পর্ক খোদাতায়ালার সহিত ছিল ইহার এক প্রমাণ, খোদাতায়ালা হুজুর (রাজিঃ)-এর বিপুলভাবে দোওয়া কবুল করিতেন। তাঁহার দোওয়া যে কবুল হইত সে সম্বন্ধে শুধু আহমদীগণই নহে, বরং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের অআহমদী-গণও স্বীকার করিয়াছেন এ সম্বন্ধে সারা দুনিয়াবাসীকে মোকাবেলার জন্য তিনি চেলেঞ্জও প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা খোদাতায়ালার সহিত তাঁহার নিবিড় সম্পর্কের একটি জলন্ত প্রমাণ। তিনি বলিয়াছেন :—"হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর পর আমি সমস্ত দুনিয়াবাসীকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি যে, যদি কোন ব্যক্তি ইসলামের মোকাবেলায় তাহার ধর্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস রাখে, তবে সে আসুক এবং আমার সহিত মোকাবেলা করুক।..... তখন সমস্ত দুনিয়া দেখিতে পারিবে, খোদাতায়ালা কাহার দোওয়া কবুল করেন। আমি দাবী করিয়া বলিতে পারি যে আমার দোওয়াই কবুল হইবে।" (আল-ফজল, ২৩/১০/১৯১৭ ইং)

২। কোরআন করীমের তফসীর লিখিবার চ্যালেঞ্জ ঃ

হযরত মোসলেহ মওউদ মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রাজিঃ) বিভিন্ন সময়ে আলেমগণকে তাঁহার মোকাবেলায় কোরআন করীমের তফসীর লিখিবার চ্যালেঞ্জ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন :—

ক) "আমি কোরআন করীম বুঝিয়া পাঠ করিয়াছি এবং ইহা দ্বারা লাভবান হইয়াছি। এখন আমি এমন উপযুক্ত হইয়াছি যে, সমস্ত বিরুদ্ধবাদী আলেমগণকে চ্যালেঞ্জ দিতেছি, যে কোন আয়াত লইয়া আমার সহিত তাহারা আল্লাহর পবিত্র কালামের তফসীর লিখিতে মোকাবেলা করুক। ইনশাআল্লাহ আমি আল্লাহর সাহায্যে এমন তফসির বর্ণনা করিব, যদ্দর্শনে দুনিয়া আশ্চর্যান্বিত হইবে।" (মেসবাহ, ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩০ইং)

(বাকী অংশ ৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

আপনি সালানা জলসায় কেন যোগদান করিতেছেন ?

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বর্ণিত জলসার মহৎ উদ্দেশ্যাবলী

আপনি সালানা জলসায় এজন্য যোগদান করেন যে—

(১) অপনি যেন "এমন 'হাকায়েক ও মাযারেফ' (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সুপ্রতিষ্ঠিত সনাতন সত্য ও সূক্ষ্ম জ্ঞান-তত্ব সমূহ) শ্রবণ করিতে পারেন যাহা ঈমান ও মা'রেফতে উন্নতি ও সমৃদ্ধি সাধনের জন্য আবশ্যকীয়।"

(২) "প্রত্যেক নিষ্ঠবান মুখলেস যেন মোখামুখী ও সাক্ষাৎ ভাবে দ্বীনী কল্যাণ লাভের সুযোগ পান ও তাঁহার ধর্মীয় জ্ঞানের উন্মেষ ও প্রসার সাধিত হয়, এবং ইমাম ও মা'রেফাত উন্নতি লাভ করে।"

(৩) "শুধুমাত্র জ্ঞান সঞ্চয় ও ইসলামের সাহায্য কল্পে পারস্পারিক ভাব-বিনিময়, পরামর্শ এবং ভ্রাতৃমিলনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জলসার অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে।"

(৪) "প্রত্যেক নুতন বৎসরে জামাতে নবদীক্ষিত ভ্রাতাগণ যেন (জলসার তারিখ গুলিতে) উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী উপস্থিত ভ্রাতাদিগকে দেখিতে পারেন এবং একে অন্যের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে চেনা-পরিচয়, প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক বৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন।"

(৫) "যোগদানকারী সকল ভ্রাতা ও ভগ্নিকে রুহানীভাবে একাত্ম করার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহাদের মধ্য হইতে (আধ্যাত্মিক ও নৈতিক) শুষ্কতা, দুরত্ব এবং নেফাক (কপাটতা) নিরসন এবং আল্লাহ্‌র দিকে তাহাদিগকে আকর্ষণ ও তাঁহারই উদ্দেশ্যে গ্রহণ এবং তাহাদের আত্মার পবিত্র পরিবর্তন ও পূর্ণ সিদ্ধি দানের জন্য সর্বাধিক কৃপাময়, মহিমান্বিত আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে যুগ-ইমাম যে বিশেষ দোওয়ায় আত্মনিয়োগ করেন"—আপনি যেন সেই সকল মহাকল্যাণে ভূষিত হইতে পারেন।

(৬) "নিজ মৌলা ও প্রভু আল্লাহ্‌তায়ালা এবং রসুল করীম (সাঃ আঃ)-এর প্রেম ও ভালবাসা যেন স্বীয় হৃদয়ের উপর প্রাধান্য ও আধিপত্য বিস্তার করে এবং সংসার-নির্লিপ্ততা ও আত্ম-বিলিনতার এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাহাতে আখেরাতের সফর দুঃরূহ ও অপ্রীতিকর বলিয়া মনে না হয়।"

(৭) যে সকল ভ্রাতা ও ভগ্নি মধ্যবর্ত্তীকালে নশ্বর ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, এই জলসায় তাঁহাদের রূহের জন্য যে মাগফেরাত কামনা করা হইবে"—আপনি যেন তাহাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন।

(৮) সালানা জলসায় যোগদানকারীদের উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর মহামূল্যবান মকবুল দোওয়া সমূহের আপনিও যেন অংশীদার হইতে পারেন।

(৯) "এই জলসাকে সাধারণ জলসাগুলির ন্যায় মনে করিবেন না। ইহা সেই বিষয়, যাহার ভিত্তি একান্তভাবে সত্যের সমর্থন এবং ইসলামের কলেমা ও বাণীর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধির উপরে স্থাপিত।"

(৯) বিগত ৮৬ বৎসর পূর্বে আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রতি বৎসর কাদিয়ান ও রাবওয়ায় জামাত আহমদীয়ার ক্রমবর্ধমান উন্নতির প্রতীক ঐশী নিদর্শন হিসাবে অনুষ্ঠিত উক্ত বহুবিধ কল্যাণ সমন্বিত মূল সালানা জলসার প্রতিচ্ছায়া রূপে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলে বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার সালানা জলসাও তদ্রূপ এক ধর্মীয় রূহানী জলসা।

(হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর বিভিন্ন লিখা হইতে সংকলিত)

—আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

(মোসলেহ মওউদ—২৮ পৃষ্ঠার পর)

(খ) "লটারী দ্বারা কোরআন করীমের যে-কোন স্থান বাহির করুন, অথবা কুরআন শরীফের যে অংশ সম্বন্ধে আপনারা সুদক্ষ, সে স্থান সম্বন্ধে আপনারা উত্তমরূপে চিন্তা ভাবনা করিয়াছেন এবং ঐ স্থানটি আমাকে না জানাইয়া গোপন রাখুন, অতঃপর আমার মোকাবিলায় উহার তফসির লিখুন। দুনিয়া তৎক্ষণাৎ দেখিবে, এলমের দ্বার আমার প্রতি উন্মুক্ত হয়, না, আপনাদের প্রতি।" (আল-ফজল, ৭ই মার্চ্চ ১৯৩০ইং)

৩। হযরত রসুল করীম (দঃ)-এর ফজিলত বর্ণনার চ্যালেঞ্জ ঃ

১৯৩৭ইং সালের ১৫ই আগষ্টের জুমা'র খোৎবায় বলেন :

"আমি আবার বলিতেছি, যদি তাহারা সত্য অন্তঃকরণে ইহা মনে করে যে তাহাদের অন্তঃকরণে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর সম্মান আমাদের অন্তঃকরণ হইতে অধিক, তবে আমি তাহাদিগকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, তাহারা তাহাদের আলেমগণকে প্রস্তুত করুক এবং কোন তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ফজিলত সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখুক। আমিও এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিব। তারপর দুনিয়া দেখিবে যে আমার একটি প্রবন্ধের মোকাবেলায় তাহাদের দশ-বিশটি প্রবন্ধের মূল্য কতটুকু, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ফাজলত আমি বর্ণনা করি, না, তাহারা বর্ণনা করে।"

অনুবাদঃ—আহ্‌সান উল্লাহ সিকদার

সালানা জলসায় যোগদানকারীগণের জন্য কতিপয়

জরুরী জ্ঞাতব্য বিষয়

জলসায় আসার সময় এবং জলসায় যোগদান করা কালে জামাতের প্রত্যেক ভ্রাতা ও ভগ্নি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন :

১। ট্রেনে অথবা বাসে চলার সময়ে সাবধান থাকিবেন, যাহাতে পকেট মারের কবলে না পড়েন এবং দরূদ এস্তেগফার ও যিকরে-এলাহীতে রত থাকিবেন।

২। কাহাকেও টাকা পয়সা দেওয়ার সময় আপনার মানিব্যাগ সর্বসাধারণ্যে খুলিবেন না।

৩। আহমদী মহিলাগণ সফরকালে এবং জলসায় যোগদানকালে পর্দা বজায় রাখিবেন এবং যথা সম্ভব কম অলংকার ব্যবহার করিবেন।

৪। আপনার জিনিসপত্র, বাক্স-পেটরার উপরে সুন্দরভাবে নাম লিখিয়া লেবেল লাগাইবেন।

৫। চলার পথে অজানা লোকের বন্ধুত্বে ভুলিবেন না। কেহ কোন জিনিস দিলে খাইবেন না।

৬। কাহারও সহিত কোন বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হইবেন না।

৭। জলসা উপলক্ষে থাকাকালীন নিজের মালামালের প্রতি নজর রাখিবেন। সুটকেস ও আপনার অন্যান্য জিনিসপত্র নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিবেন।

৮। খাওয়া-দাওয়ার সময়ে যথাসাধ্য সংযম রক্ষা করিবেন এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখিবেন।

৯। জলসা চলাকালীন সময়ে যথাযথ জায়গায় বসিয়া মনযোগ দিয়া বক্তৃতা শুনিবেন। কোনরূপ পরস্পর কথাবার্তা বা হট্টগোল হইতে দিবেন না। জলসাগাহে ঘুরাফেরা করিবেন না।

১০। এমন কোন কাজ করিবেন না যাহাতে আপনার কোন ভাইয়ের অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

১১। মসজিদের আদব এবং জলসার মনোরম পরিবেশ বজায় রাখিতে সচেষ্ট থাকিবেন। এবং ছোটদেরকেও এ বিষয়ে মনোযোগী করিবেন।

১২। আপনার খাওয়া-দাওয়ার বা অন্য কোন অসুবিধা হইলে আপনার জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের নিকট জানাইবেন। তিনি প্রয়োজনে জলসার ওয়েলফেয়ার ইনচার্জ সাহেবের সহিত যোগাযোগ করিবেন।

১৩। জলসা চলাকালীন সময়ে চায়ের দোকানে ভিড় করিবেন না এবং কোন প্রকার হট্টগোল হইতে দিবেন না।

১৪। ভগ্নিগণ নিজ নিজ বাচ্চাদের নিয়ন্ত্রণ ও দেখাশোনার দায়িত্বের প্রতি সজাগ থাকিবেন।

১৫। সকল অবস্থায় মসজিদের আদব মানিয়া চলিবেন এবং ইহার পবিত্রতা রক্ষা করিতে সচেষ্ট হইবেন।

১৬। প্রত্যেক নেক কাজে আহমদী আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা উত্তম নমুনা পেশ করিবেন এবং ধৈর্যশীলতার পরিচয় দিবেন।

১৭। সর্বদা দোওয়া ও জিকরে এলাহীতে রত থাকিবেন। ওয়াস্‌সালাম।

খাকছার— *এ, কে, রেজাউল করীম,*
সেক্রেটারী, জলসা কমিটি

বিঃ দ্রঃ জলসার জন্য ধার্যকৃত চাঁদা যথাশীঘ্র পরিশোধ করুন, যাহাতে ব্যয়বহুল পবিত্র জলসার কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধার পথে কোন বিঘ্নের সৃষ্টি না হইতে পারে।

"যথা সম্ভব সকল বন্ধুরই সালানা জলসায় শরীক হওয়া উচিত।"

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সংবাদ

○ বিগত ২৮ ও ২৯শে জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে ক্রোড়া আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৪৯তম সালানা জলসা সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মাদ সাহেব রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত, ৮৫তম সালানা জলসায় যোগদানের পর করাচী হইতে ২৭শে জানুয়ারীর রাত্রে ঢাকা পৌঁছিয়া পরবর্তী দিনে ক্রোড়ার জলসায় যোগদান করেন। জলসায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দিন ব্যাপী তিনটি অধিবেশনে বক্তৃতা করেন মৌঃ সৈয়দ এজায আহমদ, মৌঃ আহমদ সাদেক মহমুদ, মৌঃ মোঃ ছলিমুল্লা, সর্ব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, ওবায়দুর রহমান ভুইয়া, শহিদুর রহমান, এ, কে, রেজাউল করীম ও হাফিজুদ্দীন মস্তান এবং মোহ্‌তারম আমীর সাহেব।

○ বিগত ১১ই ডিসেম্বর ১৯৭৭ ইং তারিখে ব্রাহ্মণবাড়িয়া খোদ্দামুল আহমদীয়ার ৫ম বার্ষিক ইজতেমা আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। নামায তাহাজ্জুদ হইতে আরম্ভ করিয়া রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়।

○ গত ১লা জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে ময়মনসিংহ খোদ্দামুল আহমদীয়া তবলীগ দিবস পালন করে।

○ বিগত ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং তারিখে ঢাকা মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার বার্ষিক ইজতেমা ঢাকা দারুত তবলীগে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজলে সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। মোহ্‌তারম আমির সাহেব, বাঃ আঃ আঃ উদ্বোধন করেন এবং সমাপ্ত ভাষণ দান করিয়া খোদ্দাম ও খাতফালের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট পরে প্রকাশ করা হইবে।

لا اله الا الله محمد رسول الله

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার

৫৫ তম

সালানা জলসা

স্থান ঃ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গন

৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা—১

তারিখ ঃ ৩, ৪ ও ৫ই মার্চ্চ, ১৯৭৮ ইং

ঃ ১৯, ২০ ও ২১শে ফাল্গুন, ১৩৮৪ বাং

শুক্রবার ঃ বিকাল ঃ ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

শনিবার ঃ বিকাল ঃ ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

রবিবার ঃ সকাল ঃ ৮-৩০ মিঃ হইতে ১২টা

বিকাল : ২-৩০ মিঃ হইতে ৬টা

এই মহান ধর্মীয় সম্মেলনে জামাতে আহমদীয়ার বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও আলেমগণ আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব, কুরআন করীমের শ্রেষ্ঠত্ব, সিরাত খাতামান্নাবিয়ীন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ), বর্তমান যামানায় ধর্মীয় সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব, আহমদীয়া জামাত ও ইসলামের বিশ্ববিজয়, প্রায়শ্চিত্তবাদের অসারতা ও প্রকৃত নাজাতের সন্ধান, ইসলামে নারীর মর্যাদা, ইসলামে খেলাফত প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিবেন। উক্ত পবিত্র জলসায় যোগদান করিয়া অশেষ সওয়াব হাসিল করুন।

আরজ গুজার,

ভিজির আলী

চেয়ারম্যান, জলসা কমিটি

তাং ৬/২/৭৮

বিঃ দ্রঃ বহিরাগত মেহমানগণ প্রয়োজনীয় বিছানা-পত্র সঙ্গে আনিবেন। তাঁহাদের থাকা ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকিবে। ইনশা আল্লাহ্।

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্' এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাক[illegible] বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়াম[illegible] দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া [illegible]য়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"
অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md F. K Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar